USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য

(২০১০-২০১৫)

টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
টেকনাফ, কক্সবাজার

বন অধিদপ্তর

Department of Environment

সূচিপত্র

পার্ট - ১ ঃ বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ			
ক্রমিক নং	**বিষয় বস্তু**	**ঃ**	**পৃষ্ঠা নং**
১.০	ভূমিকা	ঃ	২
১.১	অবস্থান এবং গঠন	ঃ	২
	চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকাসমূহ	ঃ	৩
	চিত্র ২ঃ টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের ম্যাপ	ঃ	৪
	চিত্র ৩ ঃ টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা	ঃ	৫
১.২	সহ-ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	ঃ	৬
২.০	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের বৈশিষ্ট্যসমূহ	ঃ	৭
২.১	জীববৈচিত্র্যের গুর ত্ব	ঃ	৭
২.২	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের উপকারিতা	ঃ	৭
২.৩	বন্যপ্রানী সংরক্ষন	ঃ	৭-৮
২.৪	বনাঞ্চলের সীমারেখা	ঃ	৮
২.৫	বনাঞ্চলের জীব-ভৌত অবস্থা	ঃ	৮
৩.০	জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল	ঃ	৯
৩.১	প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রানীকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশেণ্ডষন	ঃ	৯
৩.১.১	বনাঞ্চল ভিত্তিক পন্য	ঃ	৯
৩.২	জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার	ঃ	৯
৪.০	জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা	ঃ	৯
৪.১	বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমূহ ঃ	ঃ	৯-১০
৪.২	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা	ঃ	১০
৪.৩	জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন এবং পুনর দ্ধার	ঃ	১০
৪.৪	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	১০-১১
৪.৫	বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পন্য ব্যবস্থাপনা	ঃ	১১
৪.৬	অভয়ারন্যের ব্যবস্থাপনার বাধা সমূহ	ঃ	১১
৪.৭	প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমুহ	ঃ	১১
৫.০	ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২
৫.১	ল্যান্ডস্কেপ পন্থা	ঃ	১২
৫.২	রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা	ঃ	১২
৫.৩	ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা	ঃ	১২
৫.৪	ষ্টেকহোল্ডার বিশেণ্ডষণ	ঃ	১২-১৩
৫.৫	কৃষি জমি এবং বসতভিটার ব্যবহার	ঃ	১৩
৫.৬	বনভূমির অবৈধদখল	ঃ	১৩
পার্ট - ২ ঃ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশ সমূহ			
১.০	রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	ঃ	১৫
১.১	উদ্দেশ্য	ঃ	১৫
১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ঃ	১৬
১.২.১	সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	১৬

১.২.২	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ	ঃ	১৬
১.২.৩	সুবিধা সমূহের বন্টন	ঃ	১৭
১.২.৪	ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল	ঃ	১৭
২.০	আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কর্মসূচি	ঃ	১৮
২.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	১৮
২.২	বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করন	ঃ	১৮
২.৩	সীমানা চিহ্নিতকরন	ঃ	১৮
২.৪	অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/বিল সেচা/পশু চরানো নিয়ন্ত্রন করা	ঃ	১৮-১৯
৩.০	ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	ঃ	১৯
৩.১	উদ্দেশ্য	ঃ	১৯
৩.২	তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.৩	রক্ষিত এলাকার মুল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৯
৩.৩.১	আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম	ঃ	১৯
৩.৩.১.১	এনরিচমেন্ট পণ্ডান্টেশন	ঃ	১৯
৩.৩.১.২	ঘাস জমির উন্নয়ন	ঃ	১৯
৩.৩.১.৩	জলাশয় রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	১৯
৩.৩.১.৪	বিশেষ ধরনের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	১৯
৩.৩.২	আবাসস্থল পুনর"দ্ধার কার্যক্রম	ঃ	২০
৩.৩.২.১	ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা	ঃ	১০
৩.৩.২.২	পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনর"দ্ধার	ঃ	২০
৩.৪	তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (জোন)	ঃ	২০
৩.৪.১	বাফার অঞ্চল	ঃ	২০
৩.৪.২	ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল	ঃ	২০
৪.০	জীবীকায়ন এবং ভ্যালু চেইন কর্মসূচী	ঃ	২১
৪.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২১
৪.২	ভেলু চেইন এবং কনর্জারভেশন এন্টারপ্রাইজ	ঃ	২১
৪.২.১	কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল	ঃ	২১
৪.২.১.১	সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা	ঃ	২১
৪.২.১.২	উচ্চফলনশীল ফসলের চাষাবাদ	ঃ	২১
৪.২.১.৩	ভিলেজ নার্সারী	ঃ	২১
৪.২.১.৪	হর্টিকালচার	ঃ	২১
৪.২.২	মৎস চাষ/আহরন	ঃ	২১
৪.২.৩	বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২২
৪.২.৪	হস্ড়শিল্প এবং তাঁতশিল্প	ঃ	২২
৪.২.৫	উন্নত চুলা	ঃ	২২
৫.০	ফেসেলিটিস (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২২
৫.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২২
৫.২	সুবিধাদির উন্নয়ন	ঃ	২২
৬.০	দর্শনাথীর ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	ঃ	২২

৬.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২২
৬.২	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৩
৬.২.১	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরন	ঃ	২৩
৬.২.২	সুবিধাদির উন্নয়ন	ঃ	২৩
৬.২.২.১	প্রবেশ ফি	ঃ	২৩
৬.২.২.২	প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল	ঃ	২৩
৬.২.২.৩	পিকনিকের জন্য সুবিধাদি	ঃ	২৩
৬.২.২.৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৩
৬.২.২.৫	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রন	ঃ	২৩
৬.৩	সংরক্ষন বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা	ঃ	২৪
৬.৩.১	পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম	ঃ	২৪
৬.৩.২	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা	ঃ	২৪
৭.০	অংশগ্রহন মূলক মনিটরিং (পরিবীক্ষন) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কর্মসূচী	ঃ	২৪
৭.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৪
৭.২	অংশগ্রহন মূলক মনিটরিং	ঃ	২৪
৭.৩	প্রশিক্ষন	ঃ	২৪
৮.০	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৪
৮.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	২৪
৮.২	স্টাফিং এবং প্রশিক্ষন	ঃ	২৪
৮.৩	দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ	ঃ	২৪
৯.০	বাজেট	ঃ	২৫
৯.১	বাজেট প্রনয়ন	ঃ	২৫
৯.২	বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন	ঃ	২৫
১০.০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর ধারাবাহিকতার বজায় রক্ষার কৌশল	ঃ	২৫
১০.১	আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন	ঃ	২৫
১০.২	ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২৫-২৬
১০.৩	দীর্ঘমেয়াদী এবং সম্মনিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	ঃ	২৬
১০.৪	‘নিসর্গ নেটওয়ার্কের’ পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন	ঃ	২৬
১০.৫	মত বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন	ঃ	২৭
১১.০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	২৭
১১.১	জলবায়ু পরিবর্তন	ঃ	২৭
১১.২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	ঃ	২৭
১১.৩	টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ	ঃ	২৭
১১.৩.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	ঃ	২৭
১১.৩.২	অতি বৃষ্টিপাত	ঃ	২৭
১১.৩.৩	নদীর ক্ষীণ প্রবাহ	ঃ	২৮
১১.৩.৪	আকস্মিক বন্যা	ঃ	২৮
১১.৩.৫	খরার প্রকোপ	ঃ	২৮
১১.৩.৬	ঝড় ঝঞ্ঝা	ঃ	২৮

১১.৩.৭	নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন	ঃ	২৮
১১.৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ	ঃ	২৮
১১.৪.১	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্চা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৮-২৯
১১.৪.২	পানির ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৯
১১.৪.৩	স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৯
১১.৪.৪	উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৯
১১.৪.৫	খরা ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	২৯
১১.৫	সম্ভাব্য অভিযোজনের উপায়সমূহ	ঃ	৩০
১১.৬	স্থানীয় জনগন কর্তৃক সনাক্তকৃত টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্য এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজতিন ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	৩০-৩৬
	পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)	ঃ	৩৭-৪৪

পার্ট - ১

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ

১.০ ভূমিকা

কক্সবাজার দক্ষিন বন বিভাগের অধীন 'টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। কারন জীববৈচিত্র্যের সমৃদ্ধির দিক থেকে রক্ষিত এলাকাগুলোর মধ্যে এটা যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সরকার বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আদেশ ১৯৭৪ মূলে ১১,৬১৫ হেক্টর বনভূমিকে প্রথমে টেকনাফ গেইম রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি অনুধাবন করে সরকারী প্রজ্ঞাপন নং-এমওইএফ/ফরেস্ট-২/০২/ওয়াইল্ডলাইফ/১৫/২০০৯/৪৯২ তারিখঃ ০৯/১২/২০০৯ ইং মূলে উক্ত টেকনাফ গেইম রিজার্ভকে 'টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। উক্ত অভয়ারণ্যে ২৯০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৫৫ প্রজাতির স্ড়্যপায়ী প্রানী, ২৮৬ প্রজাতির পাখি, ৫৬ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১৩ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। অভয়ারণ্যের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে গর্জন, কড়ই, চাপালিশ, বাটনা, জাম, জার"ল, সেগুন, ইত্যাদি এবং বন্যপ্রানী প্রজাতির মধ্যে হাতি, প্যারাইল-া বানর, মুখপোড়া হনুমান, মায়া হরিণ, ধনেশ ও অজগর উলে- খযোগ্য। ঘন জন বসতির বনের উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা, বনভূমি হ্রাস, বনভূমির বিভক্তি, জবরদখল, অবৈধ বৃক্ষ নিধন ও বন্যপ্রাণী শিকারের ফলে বনের জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। এরূপ পরিস্থিতিতে বনের জীববৈচিত্র্য তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে (বিশেষতঃ বন নির্ভলশীল) এর ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পাশাপাশি নিজেদের কর্ম পরিকল্পনা নিজেদের প্রনয়ন ও বাস্ড়বায়ন করা সহ বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগনের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যেই প্রনীত হয়েছে এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।

যাহোক টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের আওতাধীন, টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী (তিন দিন) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রনীত এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যা আইপ্যাক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী (Performance Monitoring and Applied Research Associate) এর সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্য তথা টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন এলাকার ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নে দিক নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

১.১ অবস্থান এবং গঠন

টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় অবস্থিত। এই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ১১,৬১৫.০ হেক্টর বনভূমির মধ্যে ৬,৬২৮.২৯ হেক্টর বনভূমি টেকনাফ রেঞ্জ তথা টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) আওতাধীন। উলেণ্টখ্য যে টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের আওতায় তিনটি রেঞ্জের জন্য তিনটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। যথা: ১) টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ২) শিলখালী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি ৩) হোয়াইকং সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি। এ বনভূমির উত্তরে হোয়াইক্যং রেঞ্জ, দক্ষিনে টেকনাফ শহর, ইসলামাবাদ, পল্লানপাড়া, মাঠপাড়া, জাহালিয়াপাড়া, বিজিবি ক্যাম্প, লেঙ্গুর বিল পূর্বে টেকনাফ শহর, নাইথ্যং পাড়া, বড়ইতলী, কের"নতলী, দমদমিয়া, লেদা, রঙ্গীখালী, উলুচামরী, পানখালী, মৌলভী বাজার খারাংখালী, নয়াবাজার ও ঝিমংখালী এবং পশ্চিমে লম্বরী, দরগারছড়া, মিঠাপানির ছড়া এবং বঙ্গোপসাগর। টেকনাফ রেঞ্জের আওতায় টেকনাফ সদর, মোচনী, হ্নীলা ও মধ্য হ্নীলা নামক ৪টি বন বিট হয়েছে।

এখানে চিরহরিৎ ও মিশ্র চিরহরিৎ পাহাড়ী বনভূমি বিদ্যমান। মাটি প্রধানতঃ কর্দমাক্ত হতে কর্দমাক্ত দো-আশঁ এবং পাহাড়ে কর্দমাক্ত দো-আশঁ হতে মোটা বালি বিদ্যমান। বেশ কিছু পাহাড়ী ছড়া পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নাফ নদীতে পতিত হয়েছে।

IPAC Clusters and Sites

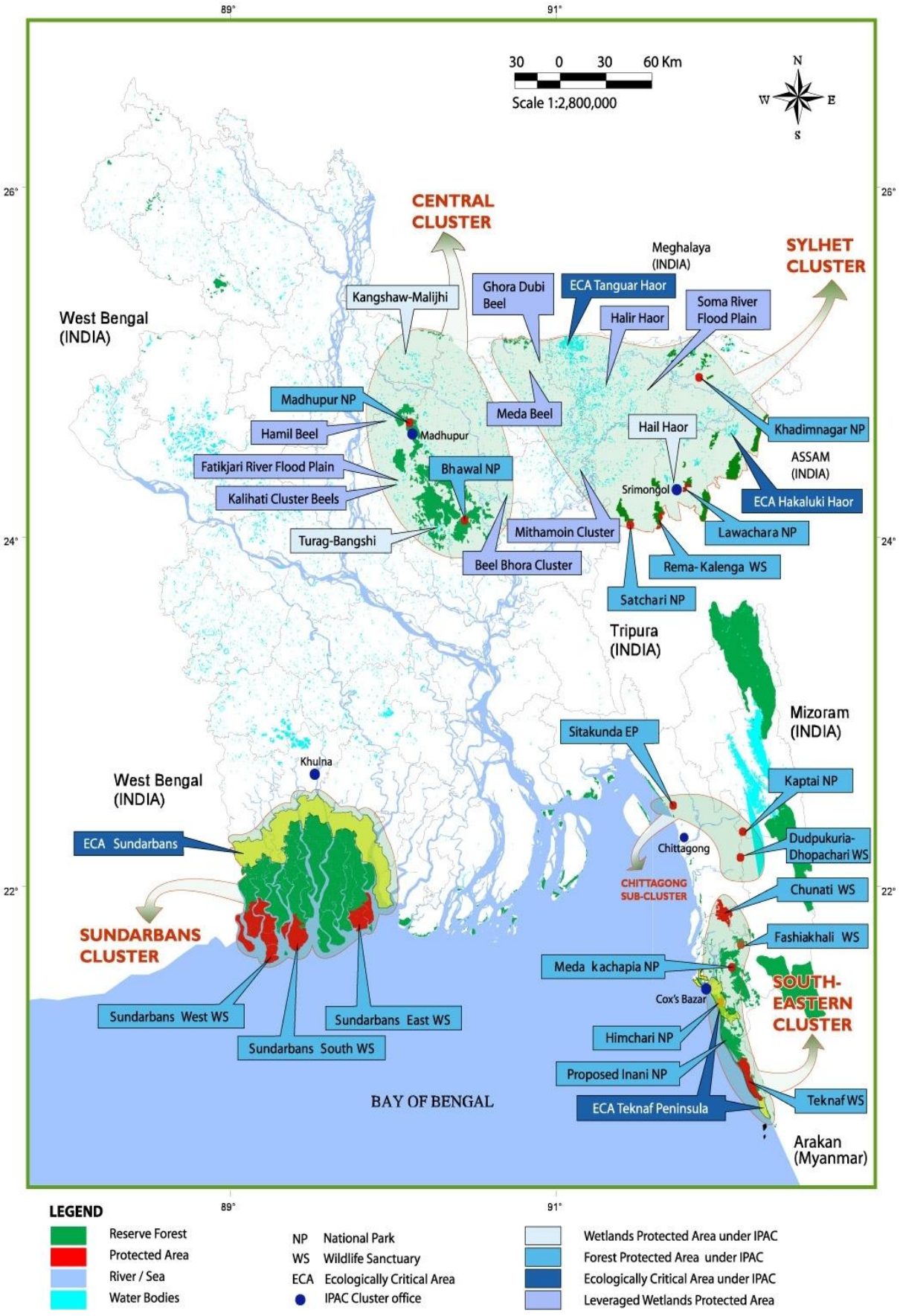

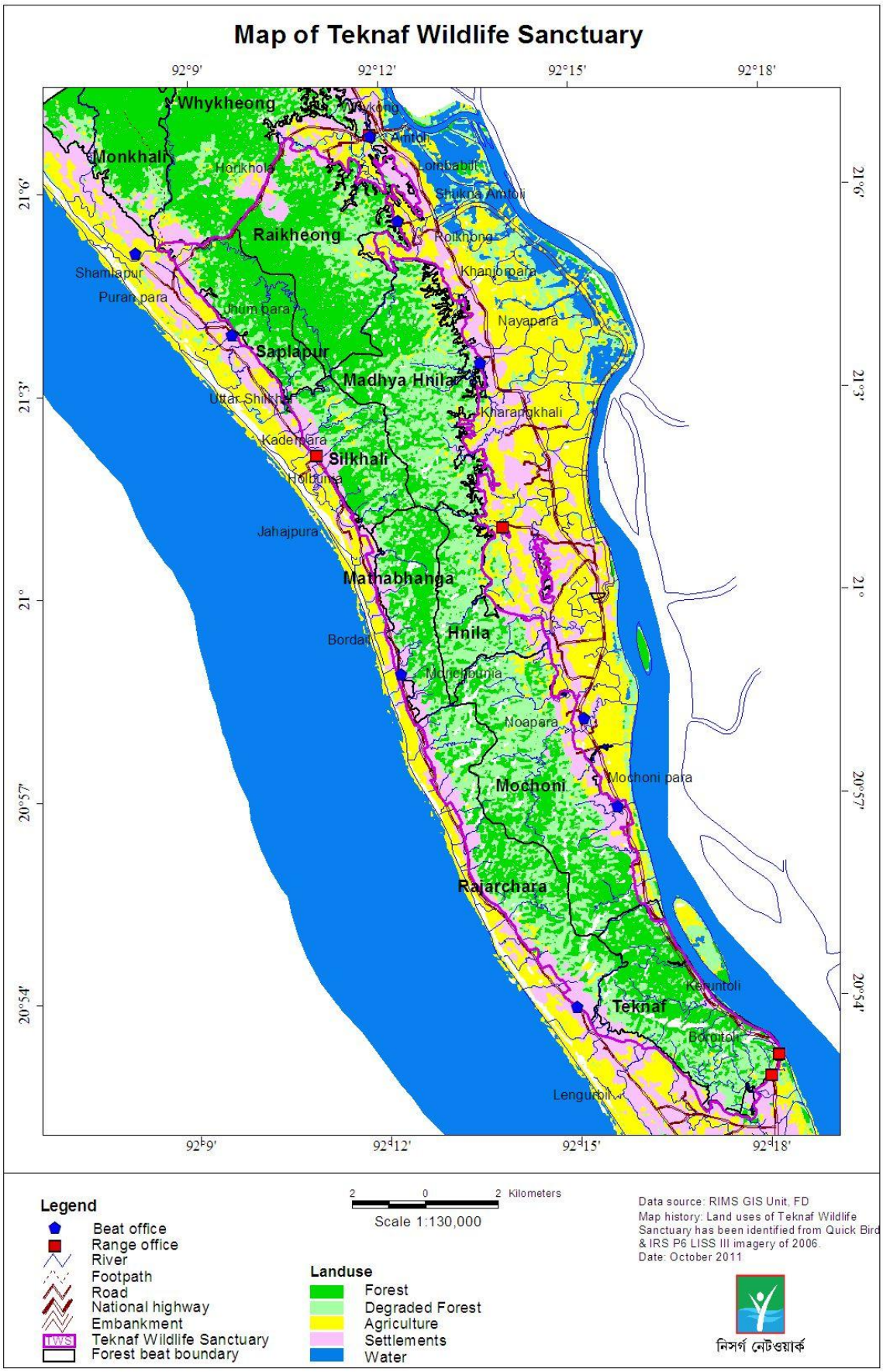

চিত্র ১ ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা সমূহচিত্র ২ ঃ টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ম্যাপ

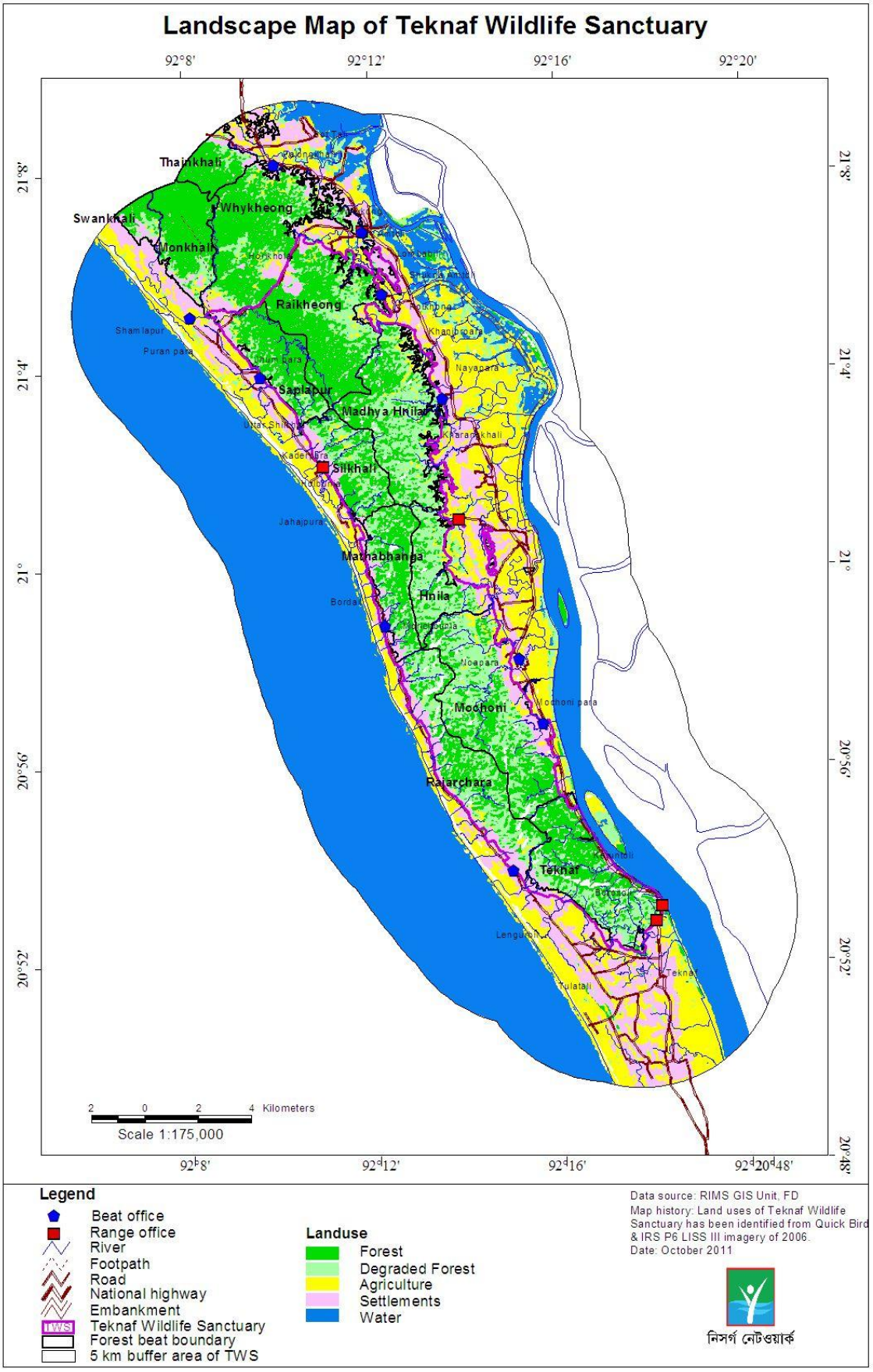

চিত্র ৩ ঃ টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারন্য অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ন। এই অভয়ারণ্যে ২৯০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৫৫ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রানী, ২৮৬ প্রজাতির পাখি, ৫৬ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১৩ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। অভয়ারণ্যের প্রধান প্রধান উদ্ভিদ গুলোর মধ্যে গর্জন, কড়ই, চাপালিশ, সেগুন, জাম, জার"ল ইত্যাদি এবং বন্যপ্রানীর মধ্যে হাতি, বানর, মুখপোড়া হনুমান, মায়া হরিণ, ধনেশ, প্যারাইল-া বানর, অজগর প্রভৃতি উলে- খযোগ্য। অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে এবং অপরিকল্পিত বনজ সম্পদ আহরণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী এখন মারাত্নক হুমকির সম্মুখীন। যেমন: এখানে মাত্র তিনটি প্যারাইল-া বানর রয়েছে, যা বাংলাদেশের আর অন্য কোন বনাঞ্চলে নেই। তাই এ অভয়ারণ্যের উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ অত্যন্ড় জর"রী।
- **ল্যান্ডস্কেপের উন্নয়ন:** টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ল্যান্ডস্কেপে বসবাসকারী জনগন বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বসবাসকারী জনগণের বন নির্ভলশীলতা কমানোর জন্য এ এলাকায় প্রাকৃতিক সম্পদের সম্প্রসারণ এবং জনগণের বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা না গেলে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষন এবং উন্নয়ন সম্ভব হবে না।
- **ইকো-টুরিজম সম্প্রসারণ:** টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের পূর্ব দিকে নাফ নদী, দক্ষিন এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর বিধায় এখানে পর্যটকের বেশ সমাগম ঘটে। এখানে আরো বেশ কিছু ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান রয়েছে যথা: কুদুম গুহা, মাথিনের কূপ, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বাংকার, তৈঙ্গা পাহাড়, টেকনাফ ন্যাচার পার্ক, রাখাইন সম্প্রদায়ের যাদীমুরা প্রভৃতি উলে- খযোগ্য। এসব এলাকা সম্পর্কে জনগনকে ব্যাপকভাবে জানানোর মাধ্যমে এলাকার ইকো-টুরিজমকে আরো সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।
- **জলবায়ুর বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা:** বনের গাছপালা কমে যাওয়ায় প্রতি বছর পাহাড় ধ্বস হচ্ছে। গত বছর এখানে প্রায় অর্ধ শত মানুষ পাহাড় ধ্বসে মারা যায়। তাছাড়া এখানে বন্যা ও জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। তাই প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন।
- **বনজ সম্পদের অপব্যবহার রোধ:** প্রাকৃতিক বনজ সম্পদের মধ্যে এখানে বন্য পশুপাখি, বৃক্ষরাজি, পাথর, ইত্যাদি উলে- খযোগ্য। অবৈধভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এ সব অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করছে এবং ধ্বংস করছে। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া জর"রী।
- **বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন:** অতি দারিদ্র্যের কারণে এলাকার বহু লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্ম সংস্থান/আয়ের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা না গেলে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ অত্যন্ড় কঠিন হবে। তাই স্থানীয় বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিতে হবে।
- **রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি:** টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য একটি সংরক্ষিত বন। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সরকারের বিভিন্ন আইন কানুন রয়েছে। তাই এ এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও জনগোষ্ঠীর ব্যবহারের ব্যাপারে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত পদক্ষেপ গুলি সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নেতৃবৃন্দ যাতে নিজেরাই একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করত: নিজেরাই এর বাস্ড়বায়ন করতে পারেন সে বিষয়ে উপযোগী করে গড়ে তোলাই এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের মূল উদ্দেশ্য।

২.০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বৈশিষ্টসমূহ/আরোপকরণ

২.১ জীববৈচিত্র্যের গুর"ত্ব: কোন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের গুর"ত্বের বিষয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের ছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশ কল্পনাও করা যায় না। জীববৈচিত্র্য যে কোন নিদিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলের প্রধান নিয়ামক। এদের ছাড়া খাদ্য উৎপাদন, পচন এবং পুনরায় খাদ্য শৃঙ্খলে ফিরে আসা অসম্ভব। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও জড় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে জীববৈচিত্র্য গুর"ত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হলে মানুষের অস্ি"ত্বও হুমকির মধ্যে পড়বে। জীববৈচিত্র্যের গুর"ত্ব মোটামুটি নিম্নরূপ:

- **প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা:** প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য এক গুর"ত্বপূর্ন অবদান রাখে। উদ্ভিদ ও প্রাণী তার জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপে এক অন্যের উপর নির্ভরশীল।
- **ইকো-টুরিজমের সুরক্ষা:** এখানে বিদ্যমান ইকো-টুরিজম স্পট সমূহের যোগাযোগ সহজীকরন, প্রচার এবং বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা সমূহ আরো উন্নত করা হলে ইকো-টুরিজম স্পটগুলো আরো আর্কষণীয় আয় বর্ধক ক্ষেত্র হিসেবে পরিগনিত হতে পারে।
- **ভূ-প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উন্নতি:** এলাকায় বিদ্যমান পাহাড়, ছড়া ও জলাশয়গুলো বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা হলে জীববৈচিত্র্য আরো সম্মৃদ্ধ হবে।
- **জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ:** টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের উপর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নির্ভরশীলতা ব্যাপক। ফলে এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ দিন দিন ধ্বংস হচ্ছে। তাছাড়া বাড়ছে প্রাকৃতিক দূর্যোগও। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধ কল্পে প্রাকৃতিক বন রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া জর"রী।
- **দেশের মোট বনাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি:** জন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাদী ভূমির বৃদ্ধির সাথে সাথে বনভূমি সংকোচিত হচ্ছে। তাই জবরদখলকৃত বনভূমি পুনর"দ্ধার, বৃক্ষশূন্য পাহাড়ে বনায়ন এবং বনাঞ্চল সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন আরো যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

২.২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপযোগিতা/উপকারিতা

- **বিপন্ন প্রাণী বাঁচিয়ে রাখা:** বানর, হাতি, উল-ুক সহ বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রানী সংরক্ষণে, আবাস্থল পুনর"দ্ধার বিষয়ে স্থানীয় জনগনের সচেতনতা সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহন করা জর"রী।
- **বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বৃদ্ধি:** বিপদাপন্ন প্রজাতিসমূহের জন্য নিরাপদ আবসস্থল সৃষ্টি,বৃক্ষ রোপণ ও বন্যপ্রাণী প্রজননের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- **দরিদ্র জনগোষ্টীর জীবন ও জীবিকার ইতিবাচক পরিবর্তন:** বিভিন্ন বিকল্প আয় বর্ধক কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টীর অর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করা অতীব জর"রী যাতে তারা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ অবদান রাখতে পারে।
- **পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন:** বিদ্যমান প্রাকৃতিক পর্যটন স্পট সমূহের প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রেখে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে পরিবেশ পর্যটনের বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর।
- **ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ:** ব্যাপক হারে বনায়ন করে ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

'বন আইন ১৯২৭' এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' অনুযায়ী টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ সংরক্ষণ কক্সবাজার দক্ষিন বন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদন করা হচ্ছে।

বাধা সমূহ ঃ

- ❖ চোরা শিকারীরা ফাঁদ পাতে বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় এই অভয়ারন্যে বন্যপ্রাণী শিকার করে।এ ধরনের শিকার বন্ধের কঠোর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- ❖ কৃষি কাজের জন্য জমি তৈরী করতে, ছন সংগ্রহ করতে বা পান চাষের জন্য বনে আগুন দেওয়া হয়। এর ফলে বন্যপ্রাণী আতঙ্কিত হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত হয়। তাই এ সকল কার্যক্রম বন্ধে কঠোর উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- ❖ বন্যপ্রাণীর খাবার সরবরাহকারী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, ফলে সৃষ্ট খাবার সংকটের কারনে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করছে অতঃপর মানুষের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে। পর্যাপ্ত বনাচ্ছাদন না থাকায় এবং বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ প্রজাতির গাছ এবং বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় খাদ্য এবং আবাস্থলের সংকট প্রকট হচ্ছে। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ উদ্যোগ জর"রী ভিত্তিতে নেওয়া প্রয়োজন।
- ❖ বনের অভ্য"ড়রে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ সহ নানাবিধ কারনে বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে মানুষের অনুপ্রবেশ বাড়ছে এবং এটা বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণ বাধাগ্রস্থ করছে। অবৈধ বৃক্ষ নিধন প্রক্রিয়া অব্যহত থাকায় বন্যপ্রাণীর আবাস্থল ও খাদ্যের সংকট হচ্ছে। এ সব সমস্যা সমাধানের জন যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।
- ❖ অবৈধ জবর দখল প্রক্রিয়া চলমান থাকায় দিন দিন বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে এবং বন্যপ্রাণীর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জবরদখলকৃত এ সকল বনভূমি দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ সহ পুন: বনায়নের আওতায় আনা যেতে পারে।

২.৪ বনাঞ্চলের সীমারেখা

- ❖ **বনাঞ্চল জরিপ/জোনিং করা:** আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বনাঞ্চল জরীপের মাধ্যমে বিভিন্ন জোনে ভাগ করে এর সীমানা চিহ্নিত করা যেতে পারে
- ❖ **প্রাকৃতিক চিহ্ন দিয়ে সীমানা সৃষ্টি :** বনাঞ্চলে বিদ্যমান বিশেষত গর্জন, সেগুন, তেলসুর প্রভৃতি গাছ এবং ছড়া, নদী অথবা রাস্ড়া ধরে বনের সীমানা নির্ধারন করা যেতে পারে
- ❖ **সীমানা পিলার স্থাপন:** জরীপ শেষে বনাঞ্চলের চারিপার্শ্বে কিছু দূর পর পর প্রয়োজন অনুযায়ী স্থায়ী পিলার স্থাপন করা যেতে পারে
- ❖ **জবরদখল প্রতিরোধ:** বনভূমি জবরদখল রোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিদ্যমান সরকারী আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে জবরদখল প্রতিরোধে পদক্ষেপ নেওয়া জর"রী।

২.৫ বনাঞ্চলের জীব ভৌত অবস্থা

টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ ও বিরল প্রজাতি সহ অসংখ্য জীব জন্তুতে ভরপুর। এখানকার বনের ধরন হচ্ছে ক্রান্ড়ীয় উষ্ণ মন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ । এতে অনেক গুলি উচুঁ নীচু পাহাড় রয়েছে যা বাংলাদেশের পাহাড়ী বনের প্রতিনিধিত্ব করে। অভয়ারণ্য এলাকার মাটি মূলত বাদামী বর্নের, শিলামাটি, বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির এবং অম্-ীয় তবে অম্- ত্বের মাত্রা স্থানভেদে কম বেশী হয়। এখানকার মাটি অপেক্ষাকৃত কম উর্বর কিন্তু আর্দ্র উষ্ণ মন্ডলীয় আবহাওয়ায় পতিত লতাপাতার পচন দ্র"ত ঘটে বিধায় মাটির উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত হিউমাস সমৃদ্ধ। পাহাড়ের বেশ কিছু এলাকা বৃক্ষ শূন্য হওয়ায় প্রতি বছর এখানে ব্যাপক ভূমি ধ্বস হয়। তথাপি এখানে হাতি, হরিণ, প্যারাইল- া বানর, কাকড়া খেকো বানর, হনুমান, সজার", শুকর, বন মোরগ, বন বিড়াল, শিয়াল, ময়না, ধনেশ, টিয়া, পেঁচা, বক, শালিক, হায়না, অজগর সহ বিভিন্ন প্রজাতির সাপ রয়েছে। পাহাড়ী ছড়ায় বিভিন্ন প্রজাতির কচ্ছপ রয়েছে। পাহাড় হতে উৎপন্ন ছড়া ও ঝর্ণা নাফ নদীতে এবং নাফ নদী অতঃপর বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

৩.০ জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল

৩.১ প্রতিবেশ/বাস্তুতন্ত্র (উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের সহিত পরিবেশের সম্পর্ক) বিশে- ষণ

বনাঞ্চল এবং উদ্ভিদঃ টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য মূলতঃ একটি ক্রান্ড্রীয় উষ্ণ মন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন। এ বনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করার আগে এখানে জুম চাষ করা হত। সংরক্ষিত বন ঘোষনার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে গেইম রিজার্ভ এবং ২০০৯ সনে বন্যপ্রানী অভয়ারন্য হিসাবে ঘোষনা করা হয়। বর্তমানে এখানে কিছু প্রাকৃতিক ও সৃজিত বৃক্ষের বন রয়েছে। এখানে গর্জন, সেগুন, জাম, বটসহ বহু মূল্যবান গাছ এবং অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির হাতি, প্যারাইল- া বানর, উল-ুক, হনুমান, মায়া হরিণসহ বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি আছে।

এ অভয়ারণ্যে ২৯০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ৫৫ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রানী, ২৮৬ প্রজাতির পাখি,৫৬ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ১৩ প্রজাতির উভচর প্রাণী রয়েছে। নাফ নদী নিকটবর্তী থাকায় পাখির খাদ্য সহজলভ্য হলেও পাকা সড়ক থাকায় গাড়ি চলাচল এবং শব্দ দূষণের ফলে পাকপাখালি হারিয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এখানকার কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বর্তমানে সংকটাপন্ন।

কৃষিঃ টেকনাফ অভয়ারন্যের ল্যান্ডস্কেপে ধান, পান, তরমুজ, শশা, ক্ষীরা, বেগুন, মরিচ, আলু, কচু, হলুদ, বিভিন্ন সব্জি আবাদ করা হয়।

৩.১.১ বনাঞ্চল ভিত্তিক পণ্যসমূহ

টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যের উৎপাদিত পন্যসমূহ বনের ওপর নির্ভরশীল হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়নে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বনে উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য পন্যগুলি হল: ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, জ্বালানী কাঠ, ঔষুধি গাছ, বাঁশ ও বেত, অর্কিড, মধু, বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাদি, ছন, পান, ধানসহ বিভিন্ন ফল ও সব্জি।

৩.২ জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার

টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যের চারপাশে বিশাল জনগোষ্ঠী বসবাস করে। দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপশি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা এ বন থেকে নিয়মিত জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, বনজ ফলমূল, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানকার উৎপাদিত পন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহজে পরিবহন ও সরবরাহ করা যায়।

৪.০ জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা

৪.১ বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ

- বর্তমানে টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি সহ-ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। 'নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের' সহায়তায় এখানে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। সরকার প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে, রক্ষিত এলাকা/প্রাকৃতিক বন ও জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে সুষমবণ্টন এবং সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়াটিকে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বলা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বর্তমানে তিনটি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিয়োজিত আছে। এ সংগঠন গুলি দ্বিস্ড়র বিশিষ্ট। প্রথম স্ড়র হল

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল যা নীতি নির্ধারণী স্ড়র হিসেবে কাজ করে এবং দ্বিতীয় স্ড়র হল সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি যা নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে। উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী অভয়ারণের টেকনাফ রেঞ্জের আওতায় টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনার অধীন ৪৩টি ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ), ১টি পিপল্ ফোরাম (পিএফ), ৫টি কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ (সিপিজি, ১টি মহিলা গ্রুপ) এবং ৩টি ফরেষ্ট কনজারভেশন ক্লাব (এফসিসি) গঠন করা হয়েছে।

৪.২বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা

বন আইন ১৯২৭ এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' এর নির্দেশনা অনুযায়ী বন অধিদপ্তরের 'কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার' এ অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনায় করণীয় ভূমিকা পালন করে থাকে। উলেণ্ঢখিত আইন অনুযায়ী, টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যের ১১,৬১৫.০ হেক্টর সীমানার মধ্যে কোন প্রকার বনজ দ্রব্য আহরণ, পরিবহন ও অপসারণ সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ।

টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থাদি গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- **পশু খাদ্যের বাগান সৃজন :** এই অভয়ারণ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী হচ্ছে হাতি, উল-ুক, প্যারাইল-া বানর, হনুমান প্রভৃতি। খাদ্যাভাবে এরা দিন দিন বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এমনকি খাদ্যের সন্ধানে অনেক সময় এরা লোকালয়েও চলে আসে। যার দরুন প্রতি বছর টেকনাফ এর বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ এবং বাড়ী ঘর হাতি অথবা অন্যান্য বন্যপ্রানী দ্বারা আক্রান্ড় হয়। তাই জরুরী ভাবে বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করে বাঁশ, কলাসহ বিভিন্ন পশু খাদ্যের বাগান সৃজন করা জরুরী।
- **আবাসস্থল উন্নয়ন :** বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য ন্যারা পাহাড়ে উপযুক্ত প্রজাতির চারা দ্বারা বনায়ন কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে
- **বংশ বৃদ্ধি/উন্নয়ন করা :** অতি বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিসমূহের বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযোজনীয় প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে
- **পশু পাখি রক্ষায় জনমত সৃষ্টি :** গাছপালা এবং পশুপাখি যে পরিবেশের অভিচ্ছেদ্য অংশ তা বনের আশেপাশে বসবাসকারী জনগণকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মসূচী গ্রহন এবং তা দৃষ্টি নন্দন ভাবে বাস্ড়বায়নের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

৪.৩ জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার

টেকনাফের এই বনকে প্রথমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে ঘোষনা করা হয়। পরবর্তীতে টেকনাফ গেইম রিজার্ভ এবং বর্তমানে টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্য হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে। ফলে এর আবাসস্থল উন্নয়ন ও রক্ষার প্রয়োজনে বন বিভাগ অবৈধ বৃক্ষ নিধন, বন্যপ্রাণি শিকার, বনে আগুন দেয়া ইত্যাদি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পরেও এ বন ব্যবস্থ্যাপনার দায়িত্ব 'কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগ, কক্সবাজার' এর উপরই থেকে যায় এবং তখন থেকে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারে এই বন বিভাগটি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে এর জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

৪.৪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত হওয়ায় এবং এর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় এখানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্ষেত্র উম্মোচিত হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় এবং অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রে ও বাইরে নানাবিধ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধার বিস্ড়র ঘটায় এখানে উলেণ্ঢখযোগ্য সংখ্যক দেশী বিদেশী পর্যটকের আগমন ঘটছে এবং এ খাত হতে নভেম্বর, ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ড় পাকিং এবং প্রবেশ ফি থেকে আয় হয়েছে ১,০৪,৬৮০/- টাকা। সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী,

রক্ষিত এলাকা হতে প্রবেশ ফি ও অন্যান্য আয় হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রদান করা হয়। এ অর্থ দ্বারা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এই বন্যপ্রানী অভয়ারন্য ও তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কাজে ব্যয় করে। অর্জিত সরকারী রাজস্ব হতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন তথা স্থানীয় জনসাধারণকে সরকার কর্তৃক ভাগ প্রদানের ঘটনা আমাদের দেশে নজিরবিহীন। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য কেন্দ্রিক ১টি ইকো কটেজ, ১টি টুরিস্ট শপ, ১টি পিকনিক স্পট, গাড়ি পার্কিং স্থান, টয়লেট সুবিধা, পানি সরবরাহ, টুরিস্ট শেড, বসার বেঞ্চ ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে। এখানে ৬ জন প্রশিক্ষিত ইকো-ট্যুর গাইড আছে। এছাড়া বন রক্ষায় এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বন বিভাগ ও সিপিজির সদস্যরা যৌথ টহলে নিযোজিত থাকেন।

৪.৫ বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ব্যবস্থাপনা

পূর্বে নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে বন হতে উৎপাদিত পণ্য আহরণের জন্য পারমিট প্রদান করা হতো। তবে অভয়ারন্য হিসাবে ঘোষনার পর পারমিট পদ্ধতি বন্ধ করা হয়েছে। তদুপরি বনের ভিতর ও আশেপাশের বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকায়নের প্রয়োজনে অবৈধভাবে এর সম্পদসমূহ আহরন করে থাকে। তবে এ ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন এবং এর সঠিক প্রয়োগ বাঞ্চনীয়।

৪.৬ অভয়ারন্য ব্যবস্থাপনার বাধা সমূহঃ

- ❖ টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ম্যাপ নিয়মিতভাবে হাল নাগাদ না করা
- ❖ নিয়মিত বা নির্ধারিত বিরতিতে বন শুমারী না করা
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
- ❖ বন বিভাগের প্রয়োজনীয় পরিবহন ও আধুনিক উপকরণের স্বল্পতা
- ❖ বন কর্মীদের আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকা
- ❖ যৌথ বন টহল দলের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আস্থার অভাব
- ❖ সরকারী অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন বিভাগের কার্যকরী যোগাযোগের অভাব
- ❖ কমিউনিটি পেট্রলিং গ্রুপের জন্য অপ্রতুল আর্থিক সুযোগ সুবিধা
- ❖ একটি কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া

৪.৭ প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যুসমূহঃ

বনবিভাগের সহযোগী সংগঠন হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত এবং সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ জরুরী ঃ

- ❖ **নিয়মিত সিএমসি/সংশি- ষ্ট কমিটির সভাঃ** সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সিএমসির নিয়মিত সভা নিদিষ্ট সময়ে আয়োজনের ব্যবস্থা করা
- ❖ **রেজুলেশন ও প্রতিবেদন :** প্রতিটি সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ড় সমূহ কার্য বিবরণী হিসেবে তৈরী করত: সংশি- ষ্ট মহলে যথা সময়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা
- ❖ **আয় ব্যয়ের স্বচ্ছতাঃ** সিএমসির আয় ব্যয়ের হিসাব প্রতিটি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতঃ সংশি- ষ্ট সকলকে অবহিত করা এবং বছর শেষে তার অডিট করানো। উলেণ্টখ্য যে খরচের বাজেট সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন করাতে হবে
- ❖ **জবাবদিহিতা ও আমানতদারিতা :** প্রতিটি সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং সম্পাদিত দায়িত্ব সম্পর্কে যে কোন সময় জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে

৫.০ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা

৫.১ ল্যান্ডস্কেপ পন্থা

ল্যান্ডস্কেপ পন্থা হল এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুধূমাত্র অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রের সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল না হয়ে অভয়ারণ্য ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান সকল উপাদান অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আবাসস্থল/বন, প্রতিবেশ ব্যবস্থা, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, সামাজিক/প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে যথাযথ গুর"ত্ব প্রদান তথা পরস্পর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি সম্পূরক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রনয়ন পূর্বক তা বাস্ড়বায়ন করা।

৫.২ রক্ষিত এলাকার সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা

টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন ল্যান্ডস্কেপের গ্রামগুলো নিম্নর"প ঃ

- পশ্চিমে শীলখালী রেঞ্জের রাজারছড়া বিট হতে শুর" করে দক্ষিনে হাবিরছড়া, মিঠাপানিরছড়া, দরগারছড়া, হাতিয়ারঘোণা, লম্বরী, পর্যটন বাজার, লেঙ্গুর বিল, তুলাতলি, মহেশখালীপাড়া, কচুবনিয়া, সাবরাং, চান্দনীপাড়া, নয়াপাড়া, চকবাজার, শিলবনিয়াপাড়া, কুলালপাড়া, জাহালিযাপাড়া, কাইককালিপাড়া, নাইথ্যংপাড়া, বড়ইতলী, কের"নতলী, দমদমিয়া, মোচনী, লেদা, রঙ্গীখালী, চোধুরীপাড়া, শিকদারপাড়া, হ্নীলা এবং মৌলভীবাজার পযন্ড়র রাস্ড়র দু-পার্শ্বে মোট ৪৩টি গ্রাম/পাড়া
- **গ্রামাঞ্চল হাটবাজার :** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বেশ কিছু দৈনিক ও সাপ্তাহিক হাট বাজার নিয়মিত বসে
- **জলাভূমি নদী :** পাহাড় হতে উৎপন্ন কিছু ছড়া এবং খাল নাফ নদীতে পতিত হয়েছে। নাফ নদী পরবর্তীতে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে
- **বিদ্যমান কৃষি জমিঃ** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কৃষি জমি বিদ্যমান যেখানে বিভিন্ন ধরণের ফসল নিয়মিত চাষ করা হয়
- **উপজাতি পল-ী :** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় রাখাইন ও মগ সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে
- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ এবং এনজিও সংস্থার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে

৫.৩ ভূমি ব্যবহারের বর্তমান অবস্থা

টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন মেয়াদী বাগান যথা: ৭০ হেক্টর এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী, ৮৮৮ হেক্টর এলাকায় স্বল্প মেয়াদী বাগান ছাড়াও বাঁশ ও বেত বাগান রয়েছে। টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে অবৈধভাবে বনভূমি দখল অব্যাহত আছে। বর্তমানে প্রায় ১০০৭.৫৭ হেক্টর জমি জবর দখলে আছে। এখানে ভিলেজারের সংখ্যা ১১২।

বনের অভ্যন্ড়রে যে সকল এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনর"জ্জীবন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে না এমন কিছু এলাকায় বন বিভাগ ইতিমধ্যে এনরিচমেন্ট বাগান সৃজন করেছে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বিভিন্ন রাস্ড়র (সড়ক ও জনপথ, ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিইডি ইত্যাদি) দুই ধারে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্ট্রীপ বা সড়ক পার্শ্ব বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার নিজস্ব জমিতে এবং অনেক সময় অবৈধভাবে জবরদখলকৃত বনভূমিতে কৃষি কাজ মূলতঃ ধান ও সব্জি চাষ করে। কৃষি ও সব্জি চাষে উৎপাদিত ফসল তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনেও সহায়তা করে।

৫.৪ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা

টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে নিম্নলিখিত তিন ধরনের স্টেকহোল্ডার রয়েছে। যথা:

- **প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ঃ** বনবিভাগ, এনজিও, ইউনিয়ন পরিষদ, ব্যাংক, বিজিবি এবং পুলিশ

- ❖ **প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার ঃ** জ্বালানী কাঠ সংগ্রাহক, অবৈধ বৃক্ষ নিধনকারী ও পাচারকারী, বাঁশ ও কাঠ সংগ্রাহক, শাক-সব্জি সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকারী, বনের জমি জবরদখলকারী, পান চাষি, পর্যটক, শিকারী
- ❖ **দ্বিতীয় স্ড়রের স্টেকহোল্ডার ঃ** কাঠ ব্যবসায়ী, স মিল মালিক, ইট ভাটার মালিক, ফার্নিচার ব্যবসায়ী, ইত্যাদি।

বর্তমানে টেকনাফ সিএমসির আওতায় ৪৩টি গ্রাম/পাড়া রয়েছে। এখানে বসবাসকারী ৯০৫৮ পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুমানিক ৭৯,০২৬ জন। বয়স্ক শিক্ষার হার প্রায় ১৮%। জনসংখ্যা প্রায় ৫৩% কৃষি নির্ভর, ৩০% মৎস্যজীবী, ১০% দিন মজুর এবং ৭% অন্যান্য পেশায় জড়িত।

৫.৫ কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার

ল্যান্ডস্কেপ এলাকার ব্যাক্তিমালিকানাধীন জমি এবং অনেক সময় দখলীয় বনভূমিতে ধান ও সব্জি চাষ করে স্থানীয় জনসাধারণ তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জন করে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় পান, সুপারি, তরমুজ, ভাঙ্গি, ভূট্টা, ধান চাষ বেশ জনপ্রিয় এবং জীবিকা অর্জনের অন্যতম ফসল। বসত বাড়ীতে ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপণ ও পরিচর্যা করা হয়।

৫.৬ বনভূমির অবৈধ দখল

টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে অবৈধ বনভূমি দখল অব্যাহত আছে। বর্তমানে প্রায় ১০০৭.৫৭ হেক্টর জমি জবর দখলে আছে। মূলতঃ মাঠপাড়া, জাহালিয়াপাড়া, মোচনী, লেদা, রংঙ্গীখালী, হ্নীলা ও কানজরপাড়ার লোকজন কৃষি কাজে ও বসত ভিটা হিসেবে ব্যবহারের জন্য এ জমি জবরদখল করেছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েও কিছু কিছু বনভূমি জবর দখল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া ফরেস্ট ভিলেজাররাও বেশ কিছু জমি জবরদখল করেছে। এ সমস্ড় জবরদখলকৃত জমি পূনর"দ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন।

পার্ট - ২

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশমালা

১.০ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

১.১ উদ্দেশ্য

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্দেশ্য হল টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য অন্ড়র্ভূক্ত সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বন এলাকা টিকিয়ে রাখা এবং এর নির্বাচিত জীববৈচিত্র্যকে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য অবস্থায় ধরে রাখাসহ সহ-ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং তা বাস্ড়বায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপ ঃ

- ❖ এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যা অভয়ারণ্যের মধ্যকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে সাহায্য করাসহ নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিজেরাই প্রনয়ন এবং তা বাস্ড়বায়ন করা। এখানে এলাকার স্থানীয় লোকদের প্রধান স্টেকহোল্ডার হিসেবে সহ-ব্যবস্থাপনায় অন্ড়র্ভূক্ত করা হবে
- ❖ সকল স্টেকহোল্ডারদের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এবং মূল স্টেকহোল্ডার ও স্থানীয় অধিবাসীদের মতানৈক্যের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা দলের অনুবর্তী হয়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করা
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্ম প্রক্রিয়া নির্ধারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সক্ষমতা অর্জন এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা
- ❖ টিকে থাকতে সক্ষম এমন বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করা যার অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন প্রাণী, হুমকীর মুখে থাকা প্রাণী, সংরক্ষিত প্রাণী এবং দুর্লভ ও প্রায় হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির গাছ
- ❖ যত দ্র“ত সম্ভব উদ্ভিদকুল, প্রাণীকূল ও ভৌত উপাদান সম্পর্কিত বিষয় পুনর“দ্ধার করা এবং বজায় রাখা এবং বনজ প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা
- ❖ নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের ভ্রমণের জন্য নতুন ট্রেইল নির্মানসহ বিদ্যমান ট্রেইল এর উন্নয়ন সাধন
- ❖ সর্বোপরি, বিকল্প আয় সৃষ্টি সংক্রান্ড় কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকার উন্নয়ন

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য মুল কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যক্রম গুলোও হাতে নিতে হবে :

- ❖ জরিপের মাধ্যমে অভয়ারণ্য সীমানা চিহ্নিত করা
- ❖ একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল গড়ে তোলা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত কাজে সংশি- ষ্ট নীতি বিষয়ক নির্দেশনা প্রণয়ন, সহ-ব্যবস্থাপনাকে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের সাথে সংগতিপূর্ণ করে গড়ে তোলা যাতে সকল স্টেকহোল্ডারা একত্রে সিদ্ধান্ড়গ্রহনের মাধ্যমে তা বাস্ড়বায়ন করবে
- ❖ জীববৈচিত্র্যের উৎস্যসমূহের জরিপ পরিচালনা করা
- ❖ বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় সংশি- ষ্ট বনবিভাগটি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে
- ❖ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ বিষয়ক ইস্যুতে সম্প্রসারণ কার্যক্রম গড়ে তোলা
- ❖ স্থানীয় স্টেকহোল্ডার এবং বন বিভাগের কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বিকল্প আয় বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ রক্ষিত এলকার সুবিধা উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা পালনের সক্ষমতা অর্জন।
- ❖ অভয়ারণ্যের মধ্যে সংরক্ষণ এবং দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধার উন্নয়ন করা
- ❖ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আশেপাশের গ্রামগুলিতে বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের যোগান বৃদ্ধি করা
- ❖ দেশীয় জাতের চারার মাধ্যমে বনায়নকে উৎসাহিত করা এবং ধীরে ধীরে বিদেশী জাতের গাছের স্থলে দেশীয় জাতের চারা রোপণ করা
- ❖ প্রধান স্টেকহোল্ডার বা বননির্ভর দরিদ্র জনগনের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

সরকার প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিশে- ষণ করে রক্ষিত বন/জলাভূমি এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করছে। সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ও সহযোগি সকলের মধ্যে রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সুষমভাবে ভোগ করা সহ সহ-ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা। সকল স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরী অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে 'সহ-ব্যবস্থাপনা'।

১.২.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারণকে প্রধান স্টোকহোল্ডার হিসাবে অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা
- ❖ রক্ষিত এলাকার আশপাশে বসবাসকারী জনগণের অংশ গ্রহণ ভিত্তিক বনজ সম্পদের ব্যবহার ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো
- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ এবং যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিসহ উন্নততর প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিতকরণ
- ❖ পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা
- ❖ স্থানীয় জনগণের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যম সহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া
- ❖ রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয় সনাক্ত করা
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা

১.২.২ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার সাথে বিভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠী ও সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত। টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো হলো: ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ), পিপলস্ ফোরাম (পিএফ), সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি)। এছাড়াও ব্যবস্থাপনায় আওতায় অন্যান্য সহযোগী সংগঠন গুলো হচ্ছে: কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্রুপ (সিপিজি), ফরেস্ট কনজারভেশন ক্লাব (এফসিসি), সিবিও, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার, সদস্য স্থানীয় সরকার বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্টানের প্রতিনিধি প্রমূখ।

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্কিং তৈরীর মাধ্যমে নিমোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হতে পারে।

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল সংগঠনসমূহের মধ্যে একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক তৈরী করা
- ❖ রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত সামর্থ্য উন্নয়ন
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নতুন নতুন এলাকা অন্ড়র্ভূক্ত করা
- ❖ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা
- ❖ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থাপনা গ্রহন সহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে স্থানীয় জনগনের সক্রিয় অংশ গ্রহনের লক্ষ্যে সাহায্য/সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
- ❖ বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা ও বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

১.২.৩ সুবিধাসমূহের বন্টন

৫০ শতাংশ রাজস্ব আয় রক্ষিত এলাকার উন্নয়নে ব্যয়

রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকান্ড হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন: রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থী কর্তৃক প্রদেয় প্রবেশ ও পাকিং ফি এবং স্টুডেন্ট ডরমেটরী ব্যবস্থাপনা হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পরবর্তী বছর ফেরত দেয়া হয়। এছাড়াও বাফার এলাকায় সামাজিক বনায়নের মাধ্যমেও উপকারভোগীগন সৃষ্ট বন হতে নিমরূপ লভ্যাংশ পেতে পারেন :

ক) শালবন ব্যতীত বিদ্যমান বাগান ও প্রাকৃতিক বনের ক্ষেত্রে

১) বন অধিদপ্তর ৫০%

২) উপকারভোগী ৪০%

৩) বৃক্ষরোপণ তহবিল ১০%

খ) স্থানীয় জনগণ নিজেদের উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে

১) বন অধিদপ্তর ২৫%

২) উপকারভোগী ৭৫%

গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে

১) বন অধিদপ্তর ১০%

২) উপকাভোগী ৭৫%

৩) ভূমির মালিক সংস্থা ১৫%

উপরোক্ত কার্যক্রম বাস্ড়ায়নের ফলে সুবিধাভোগীদের উপকার নিশ্চিত হবে।

১.২.৪ ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল

টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রে এবং আশেপাশে ব্যাপক সংখ্যক জনগনের বসবাস, যাদের অধিকাংশের জীবিকা বিদ্যমান বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় সৃষ্টি, সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে আইপ্যাক প্রকল্প বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষন এবং বিকল্প আয় সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল প্রদানের মাধ্যমে দলীয় ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহন এবং বাস্ড়বায়ন করে চলেছে। উলেণ্ঢখ্য যে টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ৪,৯৮,৫০০/- টাকা ব্যয়ে বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু এই বিশাল কর্মকান্ড অন্যান্য সংশি- ষ্টদের সহযোগিতা ছাড়া একক ভাবে আইপ্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভবপর নয়। এজন্য নিসর্গ নেটওয়ার্ক সংশি- ষ্ট অংশীদার ও সমর্থনকারী বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বিকল্প আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উদ্যোগ সমূহে সংশি- ষ্ট সংস্থাকে জড়িত করার মাধ্যমে এলাকার জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভবপর হতে পারে। কোন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে তহবিল পাওয়া গেলে (যেমন: জিআইজেড, ইউএসএইড, আরণ্যক ফাউন্ডেশন, ইসি, ইত্যাদি) তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২.০ আবাসস্থল পূনরুদ্ধার কর্মসূচি

২.১ উদ্দেশ্যসমূহ

টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন বনের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হলো :

- ❖ উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বংশ বৃদ্ধি সহ জীববৈচিত্রের সংরক্ষন এবং উন্নয়ন
- ❖ রক্ষিত অঞ্চলে জনবসতি স্থাপন বন্ধ ও কৃষি কাজ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নতুন বন সৃজনের মাধ্যমে জীববৈচিত্রের উন্নয়ন
- ❖ প্যারাইল- া বানর, হাতিসহ বিপদাপন্ন প্রাণীদের নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা
- ❖ বন্যপ্রাণীর অবাধ চলাচল সহ খাদ্য ও আশ্রয় নিশ্চিত করা
- ❖ নিয়ন্ত্রিত ইকো-টুরিজমের বিকাশের মাধ্যমে পর্যটনের প্রসার
- ❖ জলাশয়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা

২.২ বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদকরণ

- ❖ বর্তমান বনাঞ্চল এবং ল্যান্ডস্কেপের বাস্ড়ব সম্মত ও পরিবেশ বান্ধব ম্যাপ তৈরী করা জরুরী
- ❖ ম্যাপে বিভিন্ন জোন, ঐতিহাসিক স্থান/নিদর্শন সুস্পষ্ট উলে- খ থাকা প্রয়োজন

২.৩ সীমানা চিহ্নিতকরণ

সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথভাবে সার্ভে করার পর সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সীমানা পিলার স্থাপনা করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি সচেতনতা ও নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ডও স্থাপন করা দরকার। ইতিপূর্বে স্থাপিত সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেরামত ও পূণঃমুদ্রণ করা যেতে পারে।

২.৪ রক্ষিত এলাকায় অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/বিল সেচা এবং পশু চরানো নিয়ন্ত্রণ করা

উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রনে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে :

- ❖ অবৈধ গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণে বন বিভাগের কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ সহ যৌথ টহল ব্যবস্থা জোরদার করা
- ❖ বন টহল দল পূর্ণগঠন ও শক্তিশালী করা
- ❖ যৌথ টহল দলের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন দাতা সংস্থা হতে সাহায্য আহবান করা যেতে পারে
- ❖ রক্ষা কাজে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মাঠকর্মী ও স্থানীয় লোকজনদের কেউ দৃষ্টান্ড়মূলক অবদান রাখতে পারলে তাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনার শক্তিশালী করনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- ❖ বন নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা
- ❖ অবকাঠামো (স্কুল, রাস্ড়াঘাট, ব্রীজ/কালভার্ট) উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্ড়বায়ন করা
- ❖ আগুন নির্বাপনী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা
- ❖ বনে গোচারণ বন্ধে গবাদি পশুর মালিকদের উদ্বুদ্দ করা
- ❖ বনভূমির অবৈধ দখল মুক্ত করা ও অবৈধ দখলরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- ❖ সিএম সি ও বন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ড়গ্রহণ এবং এর বাস্ড়বায়ন নিশ্চিত করা
- ❖ গন সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার প্রচারণা সহ সভা ও সমাবেশ করা

৩.০ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

৩.১ উদ্দেশ্য

এই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো :

- ❖ হুমকীর সম্মুখীন নির্বাচিত বনাঞ্চলের কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাতে করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পায়
- ❖ রক্ষিত বনের উন্নয়নসহ জীববৈচিত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী বসবাসের উপযোগী করে তোলা
- ❖ বনের সম্ভাবনাময় উৎস্যগুলোকে সংরক্ষণ করা যার মধ্যে নির্বাচিত জীববৈচিত্র্যও অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে
- ❖ স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ও কার্যকর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালীকরণ

৩.২ তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা

ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকায় স্ট্রীপ বনায়ন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ, কালভার্ট সংস্কার/নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বল্পমূল্যে উন্নত চুলা স্থাপন, সম্প্রসারণ, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হবে। এ কাজে অর্থের সংকুলান করতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও দাতা সংস্থাগুলি হতে অর্থ সহায়তা গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো হবে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

৩.৩. রক্ষিত এলাকার মূল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা

৩.৩.১ আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম

৩.৩.১.১ এনরিচমেন্ট প- ান্টেশন

- ❖ কোর জোনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশ যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনর"জ্জীবন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেখানে উপযুক্ত প্রজাতির চারা দ্বারা বনায়ন করা সহ বিদ্যমান প্রাকৃতিক বনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা

৩.৩.১.২ ঘাস জমির উন্নয়ন

- ❖ তৃণভোজী বণ্যপ্রাণীদের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ঘাস বাগান সৃষ্টি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এলাকার খাস ভূমি লীজ গ্রহনের মাধ্যমে ঘাস চাষের আওতায় আনা যেতে পারে

৩.৩.১.৩ জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ

- ❖ বণ্যপ্রাণীদের জন্য বনের অভ্যন্ড়রে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জলাশয় খনন ও সংস্কার/পূণঃখনন করা। প্রয়োজন বোধে ছোট ছোট চেক ড্যাম নির্মানের মাধ্যমে বন্যপ্রানীদের পানীয় জল ধারনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

৩.৩.১.৪ বিশেষ আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ

- ❖ বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। যেমন: প্যারাইল- া বানরের জন্য ছোট ছোট গাছের আচ্ছাদন রক্ষাসহ হাতির জন্য কলা, বাঁশ বাগান সৃজন ইত্যাদি।

৩.৩.২ আবাসস্থল পূরন"দ্ধার কার্যক্রম

৩.৩.২.১ ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা

- ❖ রক্ষিত এলাকার ক্যাচমেন্ট এরিয়ার যথাযথ ব্যবস্থাপনা সহ উন্নয়ন করা। কোন অবস্থাতেই যাতে পানির প্রবাহ যাতে কেউ বিঘ্নিত অথবা পানীয় জল নষ্ট করতে না পারে সে বিষয়ে সৃষ্টি রাখা দরকার

৩.৩.২.২ পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পূনরুদ্ধার

- ❖ খালের দুপাড়ে বাঁশের বাগান সৃজনের মাধ্যমে কুঠির শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে বাঁশের সরবরাহ বাড়ানো
- ❖ হারিয়ে যাওয়া প্রজাতির পুনরুদ্ধারে এনরিচমেন্ট বাগান সৃজন। এনরিচমেন্ট বাগান সৃজনে প্রজাতি নির্বাচনে সর্তক থাকা প্রয়োজন
- ❖ জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার করে বনায়নের আওতায় আনা

৩.৪ তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল (জোন)

৩.৪.১ বাফার অঞ্চল

- ❖ টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে বাফার জোন নাই। কাজেই কোর জোন রক্ষার্থে কোর জোনের ভিতর বর্তমানে জবরদখলকৃত এলাকা বাফার জোন হিসাবে ঘোষনা বিষটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩.৪.২ ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল

ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বসবাসকারী জনগনের উন্নয়ন তথা আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- ❖ ইকোট্যুর গাইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন ইকো-টুর গাইড তৈরী। উলেণ্ঢখ্য যে টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় বর্তমানে ৬ জন প্রশিক্ষিত ইকো-টুর গাইড কাজ করছে।
- ❖ ইকো-কর্টেজ স্থাপনে উৎসাহিত এবং সহযোগিতা প্রদান
- ❖ নার্সারী স্থাপন/তাঁত বুনন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা সহ সহযোগিতা প্রদান
- ❖ বনের উপর চাপ কমানোর জন্য উন্নত চুলা স্থাপনের ব্যবস্থা করা
- ❖ মৎস্য আহরণে সহযোগিতা প্রদানসহ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান
- ❖ ঋতুভিত্তিক সব্জি চাষের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান
- ❖ জেলেদের আবহাওয়া সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- ❖ বাঁশ বেতের বাগান সৃজন/রেশম চাষের উপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান

উলেণ্ঢখ্য যে ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠির বিকল্প কর্মসংস্থান ব্যতীত রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর নয়।

৪.০ জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসূচি

৪.১ উদ্দেশ্য

জীবিকায়ন এবং ভেলু চেইন কর্মসূচীর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

- ❖ বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর স্থায়ী কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে রক্ষিত এলাকার উপর চাপ কমানো
- ❖ স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- ❖ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের স্থায়ী বাজার তৈরীতে সহায়তা করা

৪.২ ভ্যালু চেইন এবং কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ

ভ্যালু চেইন প্রক্রিয়াকে টেকসই করার জন্য একই পেশায় নিয়োজিত স্থাণীয় জনগোষ্টীকে দলবদ্ধকরণ, দলগতভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ, বাজারজাত করণে উদ্ধুদ্ধকরণ এবং বাজারের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য টেকনাফ রেঞ্জ/সিএমসির আওতায় ৪৩টি ভিসিএফ সহ সিপিজি, এফসিসি এবং অন্যান্য সংগঠনে ভ্যালু চেইনের মাধ্যমে বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে। প্রতি ভিসিএফ হতে ৩০ জন দরিদ্র সদস্যকে নির্ধারিত ৪টি ট্রেডে (কৃষি, মৎস্য চাষ, বাঁশ বেতের জিনিস তৈরী এবং নার্সারী উত্তোলন) দলগতভাবে বিভক্ত করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া এলডিএফ ফান্ডের মাধ্যমে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জনগোষ্ঠীকে আরো ব্যাপকহারে বিভিন্ন বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। উলেণ্ঢখ্য যে টেকনাফ সহ-ব্যস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন ফান্ড থেকে ৪,৯৮,৫০০/- টাকা ব্যয়ে গ্র“প ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্ড়বায়ন করা হচ্ছে।

৪.২.১ কৃষি এবং হর্টিকালচার ফসল

- ❖ কৃষি ও হর্টিকালচার ফসল ব্যবস্থাপনা উৎপাদনের সম্বনিত কার্যক্রম হাতে নেওয়া যেতে পারে। এতে পরিবার গুলোর আয় বৃদ্ধি পেলে রক্ষিত এলাকার উপর চাপ বহুলাংশে কমে যাবে
- ❖ উচ্চ ফলনশীল ফসলের/সব্জির আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিকল্প আয় বাড়ানো

৪.২.১.১ সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা

- ❖ বনজ, ফলদ ও ভেষজ চারা দ্বারা বসত ভিটা বনায়ন
- ❖ হাঁস মুরগী পালন ও সবজি চাষ

৪.২.১.২ উচ্চ ফলনশীল ও উচ্চ মূল্যের ফসলের চাষাবাদ

- ❖ স্বল্প সময়ে উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এলাকার কৃষকদের সচেতন ও সহযোগিতা করা।

৪.২.১.৩ ভিলেজ নার্সারি

- ❖ বসত ভিটা ভিত্তক নার্সারী উত্তোলনে উৎসাহিত করা যা বিকল্প আয় সৃষ্টির একটি অন্যতম মাধ্যম হতে পারে

৪.২.১.৪ হর্টিকালচার

- ❖ বাউকুল, আপেল কুল, কমলা, কাঠাঁল, জাম, জলপাই, আমলকি, ইত্যাদি গাছ বসত বাড়ীর আনাচে কানাচে লাগানোর বিষয়ে উৎসাহ প্রদান সহ সহায়তা করা

৪.২.২ মৎস্য চাষ

- ❖ ছড়া ও জলাশয়ে পরিবেশ বান্ধব পরিবেশে দলীয় ভিত্তিতে মৎস চাষে উৎসাহ প্রদান। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে

৪.২.৩ বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন

- ❖ বসত ভিটায় প্রান্ড়িক জমিতে বাঁশের বাগান সৃজন করে কুটির শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করন

৪.২.৪ হস্তশিল্প/তাঁত শিল্প

- ❖ বন নির্ভরশীল দরিদ্র মহিলা ও কিশোরীদের বাটিক/বুটিক বা তাঁত বুননের প্রশিক্ষন প্রদান।

৪.২.৫ উন্নত চুলা

- ❖ উন্নত চুলা স্থাপনে দক্ষ কারিগর তৈরী বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান সহ উন্নত চুলা স্থাপনে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা
- ❖ সিএমসি'র উদ্যোগে স্বল্প মূল্যে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণের মাঝে উন্নত চুলা স্থাপন/সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, জিটিজেড এর কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে

৫.০ ফেসিলিটিজ (অবকাঠামো মূলক) উন্নয়ন কর্মসুচি

৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ

আগত পর্যটকগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে ভ্রমন এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। পরিবেশবান্ধব পর্যটকদের পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবস্থানের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মান সহ নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়েও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা প্রয়োজন।

৫.২ সুবিধাদির উন্নয়ন

পর্যটকদের নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকৃতি উপভোগের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সুবিধাদি উন্নয়ন করা জর"রী ঃ

- ❖ ন্যাচার পার্ক থেকে জাহাজপুরা গর্জন ফরেস্ট পর্য"ড় ট্রেইল নির্মান
- ❖ নিরাপত্তার জন্য বন বিট স্থাপন সহ যৌথ টহল ব্যবস্থা জোরদার করা
- ❖ ন্যাচার পার্কের লেকে নৌকা ভ্রমণ এর ব্যবস্থা করা
- ❖ পর্যবেক্ষণ টাওয়ার/গোলঘর নির্মাণ
- ❖ পিকনিক স্পট/রেস্ট হাইজ নির্মাণ
- ❖ ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ এবং এরিয়াল রোপওয়ে নির্মানের বিষয়টিও পরিকল্পনায় রাখা যেতে পারে

৬.০ দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি

৬.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন শিল্পের বিকাশ এর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহন করা
- ❖ এলাকাবাসীর জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি
- ❖ আদিবাসীদের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ
- ❖ পার্কিং স্পট সংস্কার ও সম্প্রসারণ

৬.২ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

৬.২.১ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরণ

- ❖ ন্যাচার পার্ক, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ব্যবহৃত বাংকার ইত্যাদি সহ, পর্যটকদের আকর্ষন করতে পারে এমন জায়গা গুলি চিহ্নিত করে এর যথাযথ উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে

৬.২.২ সুবিধাদি উন্নয়ন

৬.২.২.১ প্রবেশ ফি

- ❖ প্রবেশ ফি সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা এবং নীতিমালা অনুযায়ী রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও এলাকাবাসীর উন্নয়নে ব্যয় করা
- ❖ ছাত্রাবাস, ইকো-কর্টেজ এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি এবং তা উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা

৬.২.২.২ প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল

- ❖ নতুন ট্রেইল তৈরী সহ পুরাতন ট্রেইল সংস্কার করে পর্যটকদের ভ্রমনের উপযোগী করা
- ❖ হাইকিং ট্রেইলে সচেতনতা ও সতর্কতামূলক (ছবি সম্বলিত) বিল বোর্ড/ম্যাসেজবোর্ড স্থাপন
- ❖ ট্রেইলে বর্জ্য ফেলার ডাস্টবিন স্থাপন
- ❖ টুরিস্ট নিয়মাবলী সম্পর্কিত লিফলেট তৈরী এবং পর্যটকদের মাঝে বিতরন করা
- ❖ বিদ্যমান ট্রেইল এর উন্নয়নের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের প্রকৃতি ভ্রমণে সহযোগিতা প্রদান
- ❖ পর্যটকদেরকে ইকো-ট্যুর গাইড সেবা দেয়া নিশ্চিত করা
- ❖ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া)

৬.২.২.৩ পিকনিকের জন্য সুবিধাদি

- ❖ কোর এলাকার নিদিষ্ট স্থান সহ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় পিকনিক স্পট তৈরীর মাধ্যমে দর্শনার্থীদের সুবিধা বৃদ্ধি করা
- ❖ পর্যটকদের বসার বেঞ্চ, টয়লেট ইত্যাদি নির্মান সহ খাবার পানি সরবরাহ এবং বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা

৬.২.২.৪ কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

- ❖ ব্যক্তি উদ্যোগে ইকো-কর্টেজ তৈরী ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে উৎসাহ প্রদান সহ সহযোগিতা করা
- ❖ পরিবেশ বান্ধব ভ্রমণ সামগ্রী সাথে নেওয়ার জন্য প্রচারনা চালানো
- ❖ স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা
- ❖ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা
- ❖ উপজাতীয়দের তৈরী হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের বিকাশে সহায়তা করা
- ❖ পরিবেশ বান্ধব পিকনিক স্পট/টাওয়ার নির্মাণ
- ❖ বেকার শিক্ষিত যুবকদের ইকো-ট্যুর গাইড প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পর্যটকদের ভ্রমন নির্বিঘ্ন করা

৬.২.২.৫ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ

- ❖ সাইন বোর্ড, বিল বোর্ড স্থাপন সহ লিফলেট প্রনয়ন ও বিলি নিশ্চিত করা
- ❖ ইকো-ট্যুর গাইডের সহায়তা গ্রহনের জন্য পর্যটকদের আহ্বান জানানে
- ❖ যৌথ পাহারা দলের সদস্যদের যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা
- ❖ সর্বক্ষেত্রে সিএমসির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা

৬.৩ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা, সচেতনতা এবং অন্তর্নিহিত অর্থ বিশে- ষণ

৬.৩.১ পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম

- ❖ সাইন বোর্ড, বিল বোর্ড, লিফলেট, ভিডিও চিত্র, ট্রেইল চিহ্ন, ইকো-ট্যুর গাইড, মোবাইল ভিডিও ভ্যান, ইত্যাদির মাধ্যমে পর্যটকদের বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করা।

৬.৩.২ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা

- ❖ বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, হাইকিং, ক্রস ভিজিট, মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শন, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি বিষয়াদি আয়োজনের মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ড় বিষয়ে স্থানীয় জনগন এবং পর্যটকদের সচেতন করা যেতে পারে

৭.০ অংশ গ্রহণ মূলক মনিটরিং (পরীবিক্ষণ) এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসুচি

৭.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি সহ সম্পাদিত কাজের বিবরন জানা এবং এর ভিত্তিতে গুনগত মানের উন্নয়ন সাধন করা
- ❖ মনিটরিং এর উপর নির্ভর করে পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর সুষ্ট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মসূচীর সফল বাস্ড়বায়ন

৭.২ অংশ গ্রহণমূলক মনিটরিং

- ❖ ক্রস ভিজিট, যৌথ সমীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো
- ❖ বাস্ড়বায়িত/বাস্ড়বায়িতব্য কাজের গুনগত মান নিশ্চিতকরণ।

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচি

৮.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে দক্ষ/গতিশীল করা
- ❖ জনবল বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা
- ❖ বনভূমি, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকোটুরিজম, ইত্যাদি সংক্রান্ড় কর্মকান্ড সুষ্টুভাবে সম্পাদন করা

৮.২ স্টাফিং এবং প্রশিক্ষন

- ❖ চাহিদা অনুযায়ী ষ্টাফ নিয়োগ করা জর"রী
- ❖ নিয়োগ প্রাপ্ত ষ্টাফদের সহ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকল ব্যক্তিবর্গকে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- ❖ অভয়ারন্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ/জীববৈচিত্র সংরক্ষণে গঠিত উপ-কমিটি সমূহের সদস্যদের ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন
- ❖ দক্ষ জনবলের মাধ্যমে একটি কার্যকরী সহ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

৮.৩ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

- ❖ অভয়ারন্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত প্রত্যেককে পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ন ওয়াকিবহাল থাকা বাঞ্ছনীয়।
- ❖ অর্পিত দায়িত্ব, উপলব্ধি ও নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন মানে, দক্ষ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি

৯.০ বাজেট

৯.১ বাজেট প্রনয়ন

- ❖ রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গ্রহীত কার্যক্রমের বাস্ড়বায়নযোগ্য বাৎসরিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ (বাস্ড়ব এবং আর্থিক সহ) করত: সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে বাস্ড়বায়ন করা।
- ❖ কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি সহ, বহি: উৎসের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
- ❖ প্রাক্কলিত বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং গৃহীত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্ড়বায়ন সহ খরচের হিসাব অবশ্যই রাখতে হবে।
- ❖ প্রতিবছর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি/কার্যধারা অডিট করানো জর"রী

৯.২ বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন

- ❖ পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নাধীন সময়ে বাজার মূল্যের উর্ধ্বগতির করানে বাজেট সংশোধন করা যেতে পারে। তবে সংশোধিত/পরিবর্তিত/পরিমার্জিত বাজেট সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে বাস্ড়বায়ন করতে হবে।

১০.০ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশল

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলি যাতে ফলপ্রসু এবং কার্যকর ভাবে রক্ষিত এলাকা গুলো সংরক্ষন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবহিকতা বজায় রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে আইপ্যাক এর কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় এবং বাস্ড়বসম্মত পদক্ষেপ গ্রহনের দিকনির্দেশনা রয়েছে যা নিম্নর"পঃ

১০.১ আইপ্যাকের আওতাধীন ২৫টি রক্ষিত এলাকার জন্য এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন ঃ

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৬টি রক্ষিত বন এবং ৫টি রক্ষিত জলাভূমির জন্য যে ২১ টি রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে তাতে দিকনির্দেশনা সম্বলিত এ অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থপনা সংগঠনগুলি যদি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উলেণ্ঢখিত দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো যথাযথ ভাবে পরিচালনা করে তবে প্রকল্প মেয়াদান্ড়ে তাদের ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় থাকবে।

১০.২ ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

প্রশিক্ষনের মাধমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আইপ্যাক প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুর"ত্ব প্রদান করতে হবে। এখানে উলেণ্ঢখ করা প্রয়োজন যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে সেই মোতাবেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে কিনা সেই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ঃ

- ❖ যথাসময়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্ধারিত সভাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়া (যেমন: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, নিসর্গ সহায়ক, ভিলেজ কমিউনিটি ফোরাম এর নির্ধারিত সভাগুলো)।
- ❖ প্রতিটি সভার কার্যবিবরনীসহ সিদ্ধান্ড় নির্ধারিত মহলে প্রেরন করা
- ❖ ভিসিএফ, এন এস এবং পি এফ সংগঠন গুলোর কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে সিএমসি কর্তৃক মনিটর করা।
- ❖ সংশি- ষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্ধারিত সভাগুলো যথা সময়ে সম্পাদন করা, ইত্যাদি।

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যাতে নিয়মনীতি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। যেমনঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের (সিএমসি/আরএমও) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন করা।

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয় স্বচ্ছতার সাথে হিসাবায়িত করা
- ❖ দক্ষতার সাথে রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি সহ অন্যান্য ফি আদায়
- ❖ কাউন্সিল কমিটিতে সিএমসি/আরএমও এর আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অনুমোদন করিয়ে নেওয়া
- ❖ নির্ধারিত সময়ে অভিজ্ঞ অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করানো, ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নির্ভলশীল।

উলেণ্ঢখ্য যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 'পারফরমেন্স মনিটরিং স্কোরকার্ড' প্রনয়ন করা হয়েছে যা কার্যকর ভাবে সম্পাদিত কার্যক্রম/উন্নয়ন ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত যে এই কার্য্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং প্রতিশ্র"তি বৃদ্ধি পাবে যা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর সাথে সংরক্ষনের বিষয়ে সমর্থন বৃদ্ধি করবে ফলশ্র"তিতে একত্রে কাজ করা সহজ হবে।

১০.৩ দীর্ঘ মেয়াদী এবং সম্বন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা ঃ

প্রতিটি রক্ষিত এলাকায় নিদিষ্ট সম্ভাবনাময় বিষয়গুলি চিহ্নিত করে দীর্য়মেয়াদী এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সোসাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরে নিবন্ধন করা যাতে তারা তহবিল সংগ্রহ/সৃষ্টি এবং এর ব্যবস্থাপনা করতে পারে। তহবিল সংগ্রহ সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ

- ❖ রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ
- ❖ রক্ষিত এলাকার ইকো-ট্যুরিজম থেকে প্রাপ্য আয়ের ভাগ
- ❖ আরন্যক ফাউন্ডেশন এর সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেতুবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফান্ড
- ❖ সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়ে দেওয়া
- ❖ অন্যান্য দাতা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক সমর্থন প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন এবং দাখিল করা, ইত্যাদি।

উলেণ্ঢখিত সম্ভাবনাগুলো যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো গেলে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবদান রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১০.৪ 'নিসগ্য নেটওয়ার্কের' পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরনঃ

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে 'পলিসি এবং আইনগত' সমর্থন লাভের লক্ষ্যে নতুন 'রক্ষিত এলাকা নীতিমালা' প্রনয়নসহ সহ সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে অন্র্ড়ভূক্ত করে বিদ্যমান 'বন আইন' এবং 'বন্যপ্রানী আইন' সংশোধন কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ড় পর্যায়। এছাড়াও বিদ্যমান জাতীয় বন নীতিতে ও 'সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে' অর্ন্ড়ভূক্ত করে বন বিভাগ একটি যুগোপযোগী জাতীয় বননীতি প্রনয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইপ্যাকের অর্জন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা সহ সরকারী সমর্থন আদায় এবং সরকারী আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কাজে লাগানো গেলে সরকারের সক্রিয়/ফলপ্রসু সহযোগী হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা নিশ্চিত হবে।

১০.৫ মত-বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওর্য়াক স্থাপন ঃ

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষনে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং পলিসি গত সমর্থন লাভ সহ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্য্যকর প্রভাব বিস্ড়ারের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কণ্ঠ (National Voice) এবং মঞ্চ (Platform) স্থাপনের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্য্যকর নেটওয়ার্কিং গড়ে

তোলা জর“রী। এই লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলোর সংশিণ্টষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা জর“রী। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ফোরামে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উপস্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

১১.০ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা

১১.১ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্িড়ত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন।

১১.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ ঃ যেমনঃ ভূ-কম্পন, সৌর শক্তির তারতম্য, পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরি, সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য, ক্রমাগমন ইত্যাদি।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ যেমনঃ গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বনাঞ্চল ধ্বংস, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ইত্যাদি।

১১.৩ টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ

১১.৩.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

- ধারনা করা হয় যে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ১০-১৫% ভূমি পণ্টাবিত হবে। যার ফলে উপকূলীয় এলাকায় জলাবদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে, কৃষি, বসতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ড় হবে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১মিটার বৃদ্ধি পেলে এই অঞ্চলের পানি নিষ্কাশন ব্যহত হবে, পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি ও মৎস সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে জলোচ্ছাস্জনিত ক্ষতির ব্যাপ্তি ও পরিমান হবে আরও ভয়াবহ যা জাতীয় দুর্যোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- দরিদ্র, ভূমিহীন জনগন যাদের বসতবাড়ি করার মত জায়গা নেই তারা বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

১১.৩.২ অতি বৃষ্টিপাত

জলবায়ু পরিবর্তত হলে দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত অতিমাত্রায় বাড়বে। এতে বর্ষায় বিশেষ করে বাখখালী ও নাফ নদীতে পানিপ্রবাহ বাড়বে, যা বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। অধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পরিমান বৃদ্ধির কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

১১.৩.৩ নদীর ক্ষীণ প্রবাহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে দেশের প্রধান প্রধান নদীর বিশেষ করে দক্ষিন অঞ্চলের নাফ নদীর প্রবাহ আরো হ্রাস পাবে। নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি দেশের অভ্যন্ড়রে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। নদী পথে নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক এলাকার নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে

চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে এলাকার সেচ ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়তে পারে। নদীর ক্ষীন প্রভাব নদী দূষন বৃদ্ধির অন্যতম কারন হতে পারে।

১১.৩.৪ আকস্মিক বন্যা

দেশের দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের ১,৮০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ও নদীর পানি প্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি ২-৩ বছর পর পর বাংলাদেশে বিশেষ করে দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে এরকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

১১.৩.৫ খরার প্রকোপ

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীক বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না।

১১.৩.৬ ঝড় ঝঞ্চা

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে ঝড়ের উদ্ভব হয়। পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রতি বছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে দক্ষিন-পূর্বে জেলা সমূহে বিশেষ করে টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে বৃক্ষসমূহ ঝড় ঝঞ্চার কারনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১১.৩.৭ নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন

বিগত ২০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, দক্ষিন-পূর্ব অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বেড়েছে। এতে কক্সবাজার জেলার নদীগুলো বিশেষ করে বাখখালী নদী মারাত্নক ভাঙ্গনের করলে পতিত হয়। অপরদিকে নতুন ভূমি গঠন হলেও বালিয়ারীর কারনে এখনও ভালোভাবে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না।

১১.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দূর্যোগ হ্রাসের নিমিত্ত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্য সহ এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জন্য নিম্নবর্নিত অভিযোজন গ্রহন করা যেতে পারে:

১১.৪.১ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি/ঝড় ঝঞ্চা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত/নদীর ক্ষীন প্রবাহ জনিত ঝুঁকির অভিযোজন

- কম সময়ে পাকে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করা
- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্ড়ঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ড় নীতিমালায় পরিবর্তন আনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করা
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনা, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করা
- ভাসমান সবজী বাগান এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করা, যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়।
- দীর্ঘ শিকড় হয় এমন গাছ লাগানো
- নদীর নব্যতা রক্ষার্থে নিয়মিত ড্রেজিং করা

১১.৪.২ পানির ঝুঁকির অভিযোজন

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে হাজা মজা পুকুর পুণঃ খননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষ করা।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ড়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা সহ পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
- ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে চক্রাকারে (Recycle) পানি শোধন করে ব্যবহার করা সহ নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা এবং পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

১১.৪.৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রকোপ দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ড় হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্ড়র্ভূক্ত করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা।

১১.৪.৪ উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যেমন: নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, খরাক্রান্ড় বা বন্যা কবলিত হবে এমন অঞ্চল, ইত্যাদি।
- কৃষি খাতের উন্নয়নে ক্ষতি এড়ানোর জন্য কম সময়ে পাকে এমন ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশিণ্টষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা রাখা এবং এ সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।

১১.৪.৫ খরা ঝুঁকির অভিযোজন

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে।
- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবজি) কমে যাবে বা ক্ষতিগ্রস্ড় হবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

১১.৫ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন
- দুর্যোগ পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ দুর্যোগ পূর্ববর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ
- গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সহ গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন

- কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্ড্র
- বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ/এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
- খাদ্যাভাস পরিবর্তন সহ বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ
- বন্যা সহিষ্ণু নলকূপ স্থাপন/ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষন/নতুন পুকুর খনন/পূনঃখনন, ইত্যাদি
- খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ
- কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি/ ভাসমান সবজি চাষ/বনায়ন/উন্নত চুলার ব্যবহার/ খাঁচায় মাছ চাষ, ইত্যাদি।

১১.৬ স্থানীয় জনগন কর্তৃক সনাক্তকৃত টেকনাফ বন্যপ্রানী অভয়ারন্য এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

বর্তমান ব্যবস্থাপনা (Management Situation) / অবস্থা

১. সিএমও এর নাম ঃ **টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি**
২. রক্ষিত এলাকার নাম ঃ **টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য**
৩. অবস্থান (গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা) ঃ

সিএমও	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
টেকনাফ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	দক্ষিন লম্বরী	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	দরগারছড়া	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	হাতিয়ারঘোনা	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	মিঠাপানিরছড়া	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	হাবিরছড়া	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	রাজারছড়া	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	লেংগুর বিল	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	জাহালিয়াপাড়া	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	মাঠপাড়া	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	বড়ইতলী	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	ইসলামাবাদ	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	পুরান পল্লানপাড়া	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	কেরুনতলী	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	নাইটংপাড়া	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	পানখালী	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	দমদমিয়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	শিকদারপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	ফুলের ডেইল	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	জাদিরমুড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	লেচুয়াপ্রাং	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	মোচনী	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	দক্ষিন লেদা	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	উত্তর দমদমিয়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	তুলাতলী	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	নয়াপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	করাচীপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	শেয়াল্ল্যাঘোনা	টেকনাফ	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	উত্তর লেদা	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার

সিএমও	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
ঐ	লেদা লামারপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	লেদা মৌলভীপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	দক্ষিন আলীখালী	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	রংগীখালী	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	নোয়াখালীপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	কোনারপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	নতুন পল্লানপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	চৌধুরীপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	ভিলেজারপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	উলুচামরী	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	আলী আকবরপাড়া	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	উত্তর আলীখালী	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	মধ্য আলীখালী	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	মরিচ্যাঘোনা	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	মধ্য লেদা	হ্নীলা	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	খুরের মুখ	সাবরাং	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	হাদুরছড়া	সাবরাং	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	বাহারছড়া	সাবরাং	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	চান্দলীপাড়া	সাবরাং	টেকনাফ	কক্সবাজার
ঐ	শাহ পরীর দ্বীপ	সাবরাং	টেকনাফ	কক্সবাজার

৪. জনসংখ্যা ঃ ৫৯,৪৪৩ জন পুরুষ ঃ ২৯,৩১৭ জন নারী ঃ ৩০,১২৬

৫. শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার ঃ ২০.৪৩ %

৬. ভূপ্রকৃতি ঃ পাহাড়ী ও সমতল ভূমি

৭. অবকাঠামো (পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেড়ীবাঁধ, আশ্রয় কেন্দ্র, হাট / বাজার ইত্যাদি) ঃ

নাম	বিবরণ	মন্তব্য
পাকা সড়ক	৫৯ কিঃ মিঃ	
কাঁচা সড়ক	৬৮.৫ কিঃমিঃ	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭ টি	
বেড়ীবাঁধ	৩.৫ কিঃ মিঃ	
আশ্রয় কেন্দ্র কাম স্কুল	৬ টি	
হাট / বাজার	১১ টি	
বিজিবি ও কোষ্ট গার্ড অফিস	৪ টি	
কিয়াং	১টি	

৮. নদ-নদী, ঃ খাল ঃ প্রধান খাল ১১টি

প্রধান খাল	অবস্থান	আয়তন
তাকছড়া খাল	পাহাড় থেকে সুষ্টি হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকায় দৈঘ্য প্রায় ১.৫ কি.মি
নোয়াখালী বাঘঘোনার খাল	পাহাড় থেকে সুষ্টি হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকায় দৈঘ্য প্রায় .৫ কি.মি

প্রধান খাল	অবস্থান	আয়তন
মিঠা পানিছড়াা বড় খাল	পাহাড় থেকে সুষ্টি হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে ২ কি.মি
হেচ্ছারছড়া খাল	পাহাড় থেকে সুষ্টি হয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে দৈর্ঘ্য ২ কি.মি
বড়ইতলী খাল	পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নাফ নদীতে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে দৈর্ঘ্য .৫ কি.মি
কেরুনতলী পানিরছড়া খাল	পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নাফ নদীতে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে দৈর্ঘ্য ১ কি.মি
দমদমিয়া খাল	পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নাফ নদীতে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে দৈর্ঘ্য ১.৫ কি.মি
যাদীমুড়া জেলেঘাটা খাল	পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে উত্তর- পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নাফ নদীতে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে দৈর্ঘ্য ২.৫ কি.মি
দক্ষিন আলীখালীল বড় খাল	পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে উত্তর- পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নাফ নদীতে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে দৈর্ঘ্য ২.৫ কি.মি
চৌধুরীপাড়া খাল	পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে উত্তর- পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নাফ নদীতে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে দৈর্ঘ্য ৩.৫ কি.মি
হ্নীলা খাল	পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়ে উত্তর- পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে নাফ নদীতে পতিত হয়েছে	কর্ম এলাকার মধ্যে দৈর্ঘ্য ৩.৫ কি.মি

৯. বিল / জলাশয় / হাওড় / বিল (সংখ্যা / এলাকার পরিমাণ) ঃ হাওড় ঃ বিল-২০৯ একর,পুকুর-১৫টি এবং জলাশয়-৪৭.৫ একর।

১০. বনাঞ্চল (বনের ধরন, প্রধান প্রজাতি ও পরিমাণ) ঃ চির হরিৎ ও মিশ্র চিরহরিৎ বন, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ৬,৬২৮.২৯ (হেক্টর) ও ব্যাক্তিমালিকানাধীন বাগান ২৯৭ একর। বন ও বাগানের প্রধান প্রজাতিঃ সেগুন, চাপালিশ, ডুমুর, বহেড়া, অর্জুন,ডেউয়া, বাশ, বেত, কদম, চাতিম, কাঠাল, বন্য আম, জাম, জামরুল, আকাশমনি, ইউক্লিপ্টাস, গামার ইত্যাদি।

১১. কৃষি জমি ও উৎপাদিত ফসল ঃ ১,২৪৪ একর । ধান, আলু, বেগুন, মরিচ,লাউ, কুমড়া, শশা, সীম, পান,তরমুজ,ইত্যাদি

১২. প্রাকৃতিক দূর্যোগ (দূর্যোগের ধরন, সময়কাল ও ক্ষয়ক্ষতি) ঃ

ছক-১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যাবলী

দুর্যোগ	দুর্যোগের তীব্রতা (খুব বেশী, বেশী, মধ্যম ও কম)	সময়কাল	কয়টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
ঘুর্নিঝড়	খুব বেশী	এপ্রিল, ১৯৯৪	৬,০৩৫টি	
বন্যা	বেশী	জুন/জুলাই,২০১০	১,৯৫৮টি	
ভূমি ধ্বস	মধ্যম	জুলাই,২০০৯	১০ টি	১০ জনের মৃত্যু
খাবার পানি সংকট	মধ্যম	মার্চ, ১৯৯৮	১৪২ টি	
হাতির আক্রমণ	মধ্যম	এপ্রিল,২০১০	৪ ট	২ জন মারা গেছে

ছক -২ দুর্যোগের মাত্রা নির্ধারণ

দুর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুর"তর	গুর"তর	গুর"তর নয়	আদৌ কোন ঝুকি নেই
ঘুর্নিঝড়		✓			
বন্যা		✓			
ভূমি ধ্বস			✓		
থাবার পানির অভাব		✓			
হাতির আক্রমণ	✓				

ছক -৩ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ড়খাত নির্ধারন

দুর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস্য	পশুসম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রাস্ড়/ ঘাট, ব্রীজ/ কালভাট)	অবকাঠামো (বাড়ী/ ঘর/ প্রতিষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/কলেজ)	জীবিকা	অন্যান্য
ঘুর্নিঝড়	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
বন্যা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ভূমি ধ্বস				✓	✓				
থাবার পানির অভাব		✓	✓			✓			
হাতির আক্রমণ	✓				✓			✓	

ছক -৪ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায় বিশেণ্ডষণ

দুর্যোগ/ বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না করলে কি করতে হবে
ঘুর্নিঝড়	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	না	সচেতনতা ও প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাবে	জনগণকে সচেতন করতে হবে,অর্থ সংগ্রহ করতে হবে,
	দূর্যোগ সহিষ্ণু গৃহ নির্মাণ	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	জনগণকে সচেতন করতে হবে,প্রশিক্ষণ দিতে হবে,
	বনাঞ্চল বৃদ্ধিকরণ	সামান্য	সচেতনতা,অর্থ ও উদ্যোগের অভাব	সরকারী ও ব্যাক্তিগতভাবে বন সৃজন করতে হবে
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা, দাতা গোষ্ঠী ও সরকারী প্রতিষ্টানের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা
বন্যা	বেরীবাঁধ নির্মাণ	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	পানি উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে যোগা যোগ করা ও বিভিন্ন উৎস থেকে ফান্ড সহগ্রহ করা
	ভিটি উচুকরণ	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	সচেতন করা,প্রশিক্ষণ দেয়া,সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উচু করা।
	বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	আইপ্যাক , গ্রামীণ ব্যাংক,আশা,মুসলিম এইড,কোষ্ট,হিতৈষী বাংলাদেশ,সলিডারেটি,সেড,কোডেক,নেকম এর সাথে যোগাযোগ করে ফান্ডসংগ্রহ
	খাল খনন	না	তহবিলের অভাব, যথাযথ উদ্যোগের অভাব	উদ্যেগ নিতে হবে,পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রকল্প তৈরী করে খাল খনন করতে হবে
ভূমি ধ্বস	মাইকিং	হয় তবে পর্যাপ্ত নয়	সচেতনা, অর্থ ও পরিকল্পনার অভাব	বন বিভাগ,উপজেলা প্রশাসন ও এনজিও সমন্বয় করে কাজ করবে
খাবার পানির অভাব	নলকূপ স্থাপন	হয় তবে পর্যাপ্ত নয়	অর্থ ও সচেতনতার এবং প্রয়োজনীয় পানির লেয়ার না পাওয়ার অভাবে	সরকার ও এনজিওকে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে
হাতির আক্রমণ	সচেতনতা সভা	না	সচেতনতা ও প্রযোজনীয় উদ্যোগের অভাবে	বন বিভাগ,উপজেলা প্রশাসন ও এনজিও সমন্বয় করে কাজ করতে হবে
	পশু খাদ্য বাগান সৃজন	হয় তবে পর্যাপ্ত নয়	প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে	বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বাগান করতে হবে

ছক- ৫ সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায় সমূহ		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
		স্বল্প মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী				
টেকনাফ বন্যপ্রাণী আভয়ারণ্য	**ঘুর্নিঝড়**		আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান-৪৮টি	অর্থ, লোকবল,ভূমি	২২ কোটি ৭৯ লক্ষ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা	
			সচেতন করা	সভা, সেমিনার	১০ লক্ষ	জিও,এনজিও এবং দাতা সংস্থা	
		দূর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ		অর্থ, উপকরণ	০	স্ব উদ্যোগ	
	বন্যা		বেরী বাঁধ নির্মাণ ৩৫ কিঃ মিঃ	অর্থ, লোকবল	৬.৬২লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
			জনসচেতনতা সৃষ্টি	অর্থ. প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ	১৪ লক্ষ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা	
			স্লুইচ গেইট তৈরী -১টি	অর্থ এবং উপকরণ	১৫ লক্ষ	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা	
			থাল খনন-২ কিঃ মিঃ	অর্থ, লোকবল	১৫ লক্ষ	সরকার ও বেসরকারী সংস্থা	
	ভূমি ধ্বস	মাইকিং-২০টি		অর্থ ও উদ্যোগ	৬০ হাজার	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা	
		সভা-১৫টি		অর্থ ও উদ্যোগ	৪০ হাজার	সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা	
	খাবার পানির অভাব		টিউব ওয়েল স্থাপন-২টি	অর্থ,ভূমি ও জমি	৩০ হাজার	ইউনিয়ন পরিষদ,এনজিও	
			গভীর নলকূপ বসানো	অর্থ,ভূমি ও জমি	৩ লাখ	ইউনিয়ন পরিষদ,এনজিও	
	হাতির আক্রমণ	সচেতনতা সভা-২১ টি		অর্থ ও উদ্যোগ	১০ হাজার	আইপ্যাক ও অন্যান্য এনজিও	
			পশু খাদ্য বাগান-৯ হেক্টর	অর্থ,উদ্যোগ ও ভূমি	৪.৮০ লাখ	বন বিভাগ ও এনজিও	

ছক-৬ গোষ্ঠীভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নের মনিটরিং

কার্যক্রম	সূচক	অর্জিত সাফল্য (সংখ্যা/ পরিমাণ				মোট	মন্তব্য
		১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার		
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মান	৪৮ টি	১৫	১০	১০	১৩	৪৮টি	
স্লুইচ গেইট নির্মাণ	১ টি	০	০	১	০	১ টি	
বেরী বাঁধ নির্মাণ	৩৫ কিঃ মিঃ	৮	১০	৭	১০	৩৫ কিঃ মিঃ	
খাল খনন	২ কিঃ মিঃ	১	১/২	১/২	০	২ কিঃমিঃ	
মাইকিং	২০ টি	৬	৫	৫	৪	২০টি	
পশু খাদ্য বাগান	৯ হেক্টর	০	২	৫	২	৯ হেক্টর	
পোষ্টার বিতরণ	২,০০০টি	৫০০	৭০০	৩০০	৫০০	২,০০০ টি	
টিউব ওয়েল স্থাপন	২টি	১	১	০	০	২টি	
গভীর নলকূপ স্থাপন	৩টি	১	১	০	১	৩টি	

(জুলাই' ২০১০ - জুন' ২০১৫)

ক্রমঃ		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	*০*	***আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম***								
১	১	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ সভা	সংখ্যা	১১	৩০	৩৩০	√	-	√	
১	২	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা	সংখ্যা	৬০	৫	৩০০	√	-	√	
১	৩	যৌথ পেট্রলিং দলের মাসিক সভা (৫ টি দল, সদস্য সংখ্যা ১৯৬)	সংখ্যা	৩০০	২	৬০০	√	-	√	
১	৪	গ্রাম সংরক্ষণ দলের সভা (৪৮ টি)	সংখ্যা	২৮৮০	.৫	১৪৪০	√	-	√	
১	৫	পিপলস ফোরামের ত্রৈমাসিক সভা (সদস্য সংখ্যা ৯৬)	সংখ্যা	২০	২০	৪০০	√	-	√	
১	৬	বন সংরক্ষণ ক্লাবের সাথে সভা (দুই মাসে একবার) (২ টি)	সংখ্যা	৬০	১	৬০	√	-	√	
১	৭	যৌথ পেট্রলিং দলের পেট্রলিং উপকরণ সহায়তা (ছাতা, লাঠি, বাঁশী ১৯৬ জনকে ২বার) (পোষাক, জঙ্গল বুট, টচ লাইট ১৯৬ জনকে ১ বার)	সংখ্যা	৩৯২	৩	১১৭৬	√	-	-	
১	৮	পেট্রোলিং দলের সদস্য আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	৯	বন টহল দলের সদস্যদের আপদকালীন সহায়তা	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	১০	বন্যপ্রাণী আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১৫০	√	√	√	
১	১১	বন সম্পর্কিত দ্বন্দ নিরসন সভা (প্রয়োজন হলে)	সাকুল্যে	০	-	৫০	√	-	√	
১ এর মোট						**৪,৭৪৬.০০**				
২	*০*	***সচেতনতামূলক সভা ও সমাবেশ / কার্যক্রম ঃ***								
২	১	সিএমসি'র সাথে স্থানীয় সুশীল সমাজের মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	১০	১০	১০০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	২	বন থেকে অবৈধ বৃক্ষ নিধন, কাঠ চুরি, বন ভূমি দখল, বনে আগুন দেয়া ও বনকে অবৈধ চারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার বন্ধে গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	২০	৩	৬০	√	-	√	
২	৩	সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পুরষ্কার/প্রেষণা: ১) বন বিভাগ, সিএমসি সদস্য, যৌথ পেট্রলিং দলের সদস্য, বাফার বাগানের উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	√	√	
২	৪	বাফার বাগন উপকারীভোগীদের দায়-দায়ীত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা (৪ টি বিট)	সংখ্যা	৪০	১	৪০	√	-	√	
২	৫	স্থানীয় জনগণ/কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৮	১	৮	√	-	√	
২	৬	বাস-জীপ-ট্রাক- টেম্পু-টমটম ড্রাইভার/মালিকদের সাথে বন থেকে অবৈধভাবে লাকড়ি ও গাছ/কাঠ পরিবনহন বন্ধে মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৮	৫	৪০	√	-	√	
২	৭	উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) সম্পসারণ/ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	৮	৩	২৪	√	-	√	
২	৮	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামুলক সভা	সংখ্যা	৮	৫	৪০	√	-	√	
২	৯	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক গণ নাটক,গণ সঙ্গীত পরিবেশণা	সংখ্যা	৮	১৫	১২০	√		√	
২	১০	বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা/ঈমামদের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচী/সভা	সংখ্যা	৮	৪	৩২	√		√	
২	১১	পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগী বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ	সাকুল্যে	০	-	২০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	১২	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম টেকসইকরণ (বন্ধু চুলা) বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্ড়াবনা তৈরী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন	সংখ্যা	০	-	১৫	√	-	√	
২ এর মোট						**৬২৪.০০**				
৩	*০*	***বিভিন্ন দিবস উদযাপন ঃ***								
৩	১	জাতীয় দিবস	সংখ্যা	১৫	৫	৭৫	√		√	
৩	২	পরিবেশ দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৩	সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস পালন	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৪	ধরিত্রী দিবস উদযাপন	সংখ্যা	৫	২	২৫	√		√	
৩	৫	পানি দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৬	জীব বৈচিত্র দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩ এর মোট						২০০.০০				
৪	*০*	***মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৪	১	ফলের বাগান সৃজন	হেক্টর	১০০০	৩০	৩০০০০		√		
৪	২	ঘাস বাগান সৃজন	হেক্টর	১০০	১০	১০০০		√		
৪	৩	পশু খাদ্যের বাগান সৃজন	হেক্টর	২০০	১৫	৩০০০		√		
৪	৪	ক্লিনিং ,কপিচ ব্যবস্থাপনা, মোথা কাটিং, গ্রেডিং, গত বছরের বাফার বাগান ব্যবস্থাপনা	হেক্টর	২০০	১২	২৪০০		√		
৪	৫	আগুন নির্বাপণি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়/ব্যবস্থাপনা	সাকুল্যে			১০০		√		
৪		বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য জলাধার সংস্কার/ছড়া	সংখ্যা	৩০	১০০	৩০০০	√	√		
৪ এর						**৩৯,৫০০.০০**				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মোট										
৫	০	*ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা*								
৫	১	বাগান ও প্রাকৃতিক বন ব্যবস্থাপনা ২০১০-২০১১ সালের বাফার বাগান উত্তোলণ	হেক্টর							
৫	২	.. রাস্তা .. হতে পর্যন্ড় রাস্থা মেরামত	কি:মি:							
৫	৩	উলেখিত রাস্ড়া মেরামত (২য় বছর)	কি:মি:							
৫	৪	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কালভার্ট/ ব্রীজ নির্মাণ / ফ্রুট ব্রীজ	সংখ্যা	১২	১০০	১২০০	√	√	√	
৫	৫	ইকো-কটেজ স্থাপন	সংখ্যা	১	৫০	৫০	√	-	√	
৫	৬	টুরিষ্ট স্প তৈরী	সংখ্যা	১	৩০	৩০	√	√	√	
৫	৭	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় নলকুপ স্থাপন	সংখ্যা	৮	৫০	৪০০	√	√	√	
৫	৮	উন্নত চুলা স্থাপন	সংখ্যা	৫০০	১.৫	৭৫০	√	√	√	
৫ এর মোট						২,৪৩০.০০				
৬	০	*জীবিকায়ন কর্মসূচী সুনির্দিষ্টকরণ*								
৬	১	বন টহল দলের সদস্যদের জন্য গর" মোটাতাজাকরণ/ বিকল্প কর্ম সংস্থান	সংখ্যা							
৬	২	মাছ চাষ	সংখ্যা	২০০	৮	১৬০০	√	-	√	
৬	৩	কৃষি	সংখ্যা	৩০০	৩	৯০০	√	-	√	
৬	৪	বসতভীটায় সবজি চাষ	সংখ্যা	৫০০	১	৫০০	√	-	√	
৬	৫	তাঁত প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা	সংখ্যা	৫০	৫	২৫০০	√	-	√	
৬	৬	বাঁশ বেতের কাজ	সংখ্যা	২৫০	৩	৭৫০	√	-	√	
৬	৭	নার্সারী স্থাপন	সংখ্যা	১২	১০	১২০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	৮	হাঁস-মুরগী পালন	সংখ্যা							
৬	৯	বাঁশের নার্সারী স্থাপন	সংখ্যা	১২	৫	২৫০	√	-	√	
৬	১০	রেশম চাষে সহায়তা	সংখ্যা	১০০	৫	৫০০	√	-	√	
৬ এর মোট						৭,১২০.০০				
৭	*০*	***সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৭	১	রেঞ্জ কর্মকর্তার অফিসের সাথে যোগাযোগের জন্য পাঁচটি মোবাইল	সাকুল্যে	৪	৫	২০				
৭	২	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন (পিকআপ) ক্রয়	সংখ্যা	১	১,৫০০	১,৫০০	√	√	-	
৭	৩	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৫	২০	১০০	√	√	√	
৭	৪	ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	√	-	√	
৭	৫	ইন্টারনেট মডেম ক্রয়	সংখ্যা	১	৩	৩	√	√	-	
৭	৬	অফিস সরঞ্জাম	সাকুল্যে	০	-	১০০	-	√	-	
৭ এর মোট						১,৭৩৩.০০				
৮	*০*	***দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৮	১	নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার স্থাপন	সংখ্যা							
৮	২	তথ্যকেন্দ্র সংস্কার/উন্নয়ন	সংখ্যা							
৮	৩	প্রধান গেইট সংলগ্ন টিকিট কাউন্টার নির্মাণ	সংখ্যা							
৮	৪	টেকনাফ জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ পথে স্থায়ী গেইট নির্মাণ	সংখ্যা							

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	৫	পার্কের ভিতরে বিধিনিষেধ সম্বলিত সাইন বোর্ড	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
৮	৬	ট্রেইলে দিক নির্দেশক স্থাপন	সংখ্যা	২	০.৫	১০	√	-	√	
৮	৭	পুরাতন সাইনবোর্ড সংস্কার ও রং করা	সংখ্যা	৫	২	১০	√		√	
৮	৮	নেচার ট্রেইল এ প্রাকৃতিক ছড়ার উপর কাঠের ব্রীজ সংস্কার ও নির্মাণ / মেরামত	সংখ্যা	১০	২৫	২৫০	√	-	√	
৮	৯									
৮	১০	ন্যাচার ট্রেইল সংস্কার/উন্নয়ন (৫বছরে ২বার)	সংখ্যা	৩	৫০	১৫০	√	-	√	
৮	১১	নতুন পিকনিক স্পট নির্মাণ	সংখ্যা	২	১০০	২০০	√	-	√	
৮	১২	ইকো-গাইডদের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সাকুল্যে	৫	২০	১০০	√	-	-	
৮	১৩	ট্রেইলে পরিবেশ বান্ধব গোলঘর স্থাপন	সংখ্যা	৬	২০	১২০	√	-	√	
৮	১৪	প্রয়োজনীয় ট্র্যাশ ক্যান স্থাপন	সংখ্যা	২০	১	২০	√	-	√	
৮	১৫	স্টুডেন্ট ডরমেটরি চালু করণ	সাকুল্যে							
৮	১৬	পর্যটকদের জন্য ওয়াচ টাওয়ার তৈরী	সংখ্যা	৩	৫০০	১৫০০	√	-	√	
৮	১৭	স্টুডেন্ট ডরমেটরি পাশে লেক তৈরী	সংখ্যা							
৮	১৮	বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি স্থাপন	সংখ্যা	১৫	১০০	১৫০০	√	-	√	
৮	১৯	প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে কার্যক্রম প্রচার	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	-	√	
৮	১৯	পার্কিং স্থান সম্প্রসারণ	সংখ্যা	১	৫০	৫০	-	-	-	
৮	২০	হাইকিং ট্রেইলে বসার বেঞ্চ তৈরী	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√	-	√	
৮	২১	উদ্যানে পিকনিক স্পট, মসজিদ ও টুরিস্ট সপে পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন	সাকুল্যে	১	৫০	৫০	√	-	-	
৮	২২	শিশুদের পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণসহ / চিত্ত বিনোদনের জন্য শিশু কর্ণার তৈরী	সংখ্যা	১	৫০০	৫০০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	২৩	টয়লেট তৈরী	সংখ্যা	৪	২০	৮০	√		√	
৮	২৪	প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও বেতন প্রদান (৫ বছর) প্রতি মাসে ৫ জন	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	-	√	
৮	২৫	যাতায়াত ভাতা	সাকুল্যে	০	-	১০০				
৮ এর মোট						৪,৮৪০.০০				
৯	*০*	***গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৯	১	জীব ও গাছের ইনভেন্টরী ও গাছের গায়ে নামাংকৃত পেইট স্থাপন	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	২	সি এম সি ও বন কর্মকর্তাদের ক্রস ভিজিট	সাকুল্যে	০	-	২০০	√	√	√	
৯	৩	জীববৈচিত্র্যের স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	৪	আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√			
৯	৫	বিদেশে শিক্ষা সফর (ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেষ্টার ও সিএমসি সদস্য)	সাকুল্যে	০	-	৫০০	√	-	-	
৯	৬	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- এসিএফ, ফরেস্ট রেঞ্জার, ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, সিএমসি সদস্য, এনজিও স্টাফ	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	√	-	
৯	৭	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- গ্রাম সংরক্ষণ দল/ পরিষদ/কমিটি	সংখ্যা	৪	২৫	১০০	√	-	-	
৯	৮	শিক্ষা সফর-গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (দেশে)	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	-	-	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় /একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ / তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯ এর মোট						**১,৩০০.০০**				
১০	**০**	***বিবিধ/ক্রয়***								
১০	১	ষ্টেশনারী ক্রয় (কাগজ, ফাইলপত্র, অন্যান্য)	সাকুল্যে	০	-	২০	-	-	√	
১০	২	সি.এম.সি-র হিসাব অডিটিং	সংখ্যা	৩	১৫	৪৫	-	-	√	
১০	৩	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়	সাকুল্যে	০	-	১৫	-	-	√	
১০	৪	আপ্যায়ন	সাকুল্যে	০	-	২০				
১০	৫	ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	-	-	√	
১০ এর মোট						**১১০.০০**				
সর্বমোট						**৬২,৬০৩.০০**				